Contents

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব

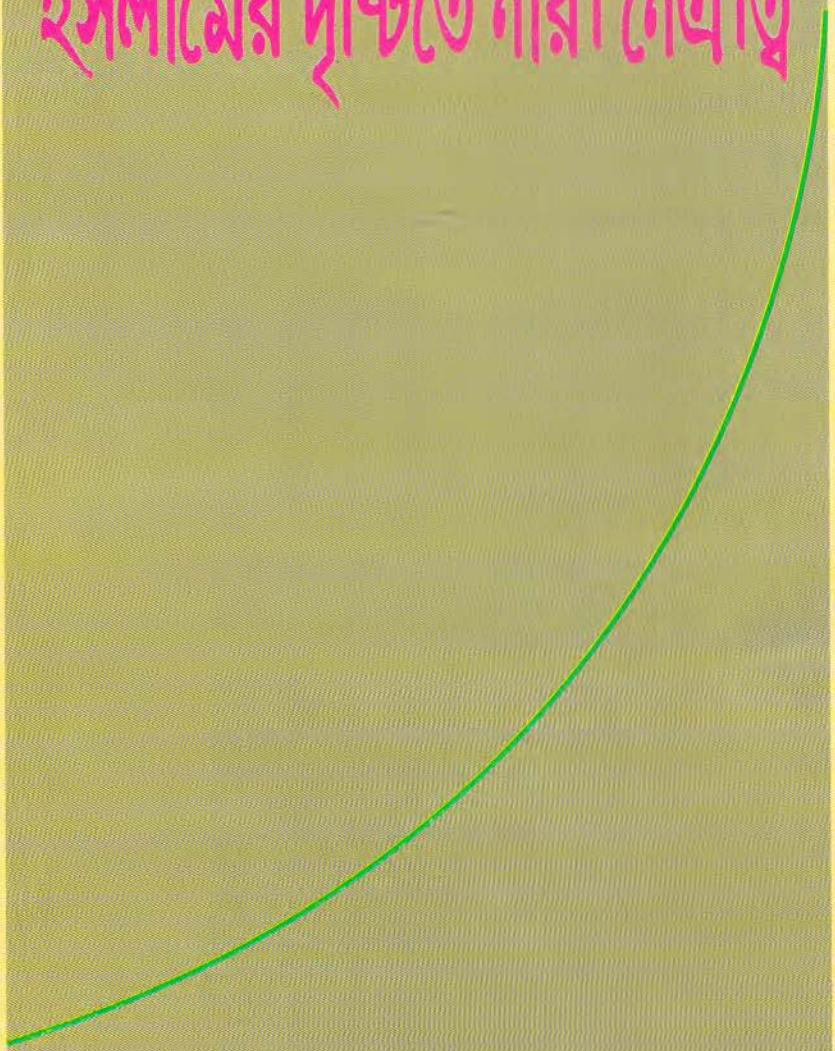

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

www.WaytoJannah.Com

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

www.WaytoJannah.Com

Contents

قيادة المرأة فى الإسلام

صادق أحمد صديقى

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব

মাওলানা সাদেক আহমদ সিদ্দিকী

প্রকাশনায়
হারামাইন প্রকাশনী
৪৭৪/৫, মালিবাগ বাজার রোড, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৫৬১২১

লেখক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ২০০২ ঈসায়ী।

দ্বিতীয় প্রকাশ
অগ্রহায়ণ, ১৪১১ সাল
শাওয়াল, ১৪২৫ হিজরী
নভেম্বর, ২০০৪ ঈসায়ী।

হাদিয়া ঃ ২৫.০০ টাকা মাত্র।

কম্পোজ ও মুদ্রণ
নাবীল কম্পিউটার এণ্ড প্রিন্টার্স
ফোন ঃ ৯৩৩৪১৮২

ISLAMER DRISTITE NARI NETTRITTA by Maulana Sadeq Ahmad Siddiqui, Published by Haramine Prokashoni, 474/5, Malibagh Bazar Road, Dhaka-1217, Tel. 9356121. Price : TK. 25.00 Only.

www.WaytoJannah.Com

প্রসঙ্গ কথা

মহান রাব্বুল আ'লামীনের অসংখ্য প্রশংসা আদায় করছি যিনি আমাদেরকে হেদায়েত দান করেছেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর বর্ষিত হোক লাখো কোটি দরুদ ও সালাম, যিনি ইসলামের বাণী সম্পূর্ণভাবে উম্মতের নিকট পৌঁছে দিয়েছেন।

আজ গোটা দুনিয়া জুড়ে মুসলিম উম্মাহ এক চরম বিপর্যয়কর ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। আজ মুসলিম সমাজ সঠিক পথের দিশারী তথা খাঁটি নেতৃত্ব খুঁজে পাচ্ছে না। বর্তমান মুসলিম সমাজে আজ যারা নেতৃত্বের আসনে সমাসীন তারা হয় দ্বীন বিমুখ অথবা শরীয়তের দৃষ্টিতে নেতৃত্বের যোগ্যই নয়। বিশেষ করে আমরা আজ নারী নেত্রীত্বের মত চরম মুসীবতের মধ্যে নিপতিত। এটা বিশেষ লক্ষণীয় যে, আজ অনেক মুসলিম দেশে নারীরা রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান কিংবা ক্ষমতার আসনে উপবিষ্ট। শরীয়তের দৃষ্টিতে তা' আদৌ কি জায়েয? কোন আলেম, ফকীহ বা মুজতাহিদ এটিকে জায়েয বলেছেন? এটা লক্ষণীয় যে, কতিপয় লোক এ ব্যাপারে কিছু অনভিপ্রেত কথাবার্তা বলছেন। তাছাড়া আমরা অনেকে বিষয়টির প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপও করছি না। অথচ এ বিষয়টির উপর উম্মতের মুক্তি অথবা বিপর্যয়ের বিষয়টি জড়িত। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন- "সে জাতি কখনো মুক্তি পাবে না, যারা তাদের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব নারীর হাতে অর্পণ করেছে।"

বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করেই এ লেখাটি প্রকাশ করার প্রয়াস। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে দ্বীনের সঠিক বুঝ দান করুন এবং দ্বীনের উপর আমল করে ইহকাল ও পরকালে নাজাত লাভের তাওফীক দান করুন। আমীন॥

www.WaytoJannah.Com

সূচীপত্র

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব	৫
ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা	১০
নারীর জন্য রাজত্ব বা নেত্রীত্ব জায়েয নয়	১৩
নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখা জরুরী	১৪
মাহ্‌রামদের বিবরণ	১৫
মহিলাদের জন্য জাকজমকপূর্ণ পোষাক পরিধান করে বের হওয়া নিষেধ	২২
পুরুষগণ কোন্ ধরনের মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে	২২
মহিলাগণ কোন্ ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে	২৪
পর্দাহীন মহিলাদের সাথে পর্দানশীন মহিলাদের পর্দা করা উচিত	২৫
নারীর জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম	২৬
রাষ্ট্রে নামায কায়েমের দায়িত্ব সরকার প্রধানের	২৭
গায়ের মাহ্‌রামের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার হুকুম	৩০
নারীদের প্রয়োজন ব্যতীত রাস্তাঘাটে বের না হওয়ার তাগিদ	৩১
পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য	৩৪
সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ঘটনা	৩৫
মহিলা নেত্রীত্বের মাস্‌আলা	৩৮
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ও জামাল যুদ্ধ	৪১
বেগানা মহিলার সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা ঈমানী দূর্বলতার লক্ষণ	৪৮
নারীদের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান না করার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য	৪৯
হযরত থানবী (রহঃ) -এর একটি বক্তব্য	৫১
ইতিহাসের কতিপয় উদাহরণ	৫৪
উলামায়ে কেরামের ফায়সালা	৫৫
নারীদের ফিতনা	৫৬

www.WaytoJannah.Com

بسم الله الرحمن الرحيم

ইসলামের দৃষ্টিতে নারী নেত্রীত্ব

পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের সুস্পষ্ট বর্ণনার আলোকে সারা বিশ্বের হক্কানী উলামায়ে কেরাম ও মুফতীগণ একমত যে, কোন রাষ্ট্রের নেত্রীত্ব গ্রহণ করা নারীদের জন্য জায়েয নয়।

পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ –

অর্থাৎ- "পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল। এজন্য যে, আল্লাহ্ একের উপর অন্যের বৈশিষ্ট দান করেছেন এবং এজন্য যে, তারা (পুরুষরা) তাদের অর্থ ব্যয় করে।" (সূরা আন্-নিসা ঃ ৩৪)।

আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, অধিকাংশ বিষয়ে অধিকারের সমতাবিধান সত্ত্বেও নারীর উপর পুরুষের একটি শাসকোচিত বৈশিষ্ট রয়েছে। আর নারীরা হচ্ছে পুরুষের অধীন। তাছাড়া পুরুষকে তার জ্ঞান ও কর্মক্ষমতার পরিপূর্ণতার কারণে নারী জাতির উপর মর্যাদা দেয়া হয়েছে। যা অর্জন করা নারী জাতির পক্ষে সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যক্তি বিশেষের কথা স্বতন্ত্র। অপরদিকে নারীর যাবতীয় প্রয়োজনের নিশ্চয়তা পুরুষরা নিজের উপার্জন কিংবা স্বীয় সম্পদের দ্বারা বিধান করে থাকে। এসব তাৎপর্যের প্রেক্ষিতেই পুরুষদেরকে নারীদের কর্তা বা পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা বিশেষ কোন হিকমতের কারণে মানুষের এক একজনের মধ্যে এক একধরনের বৈশিষ্ট দান করেছেন।

www.WaytoJannah.Com

সুতরাং প্রত্যেককেই তার নিজের ভাগ্যের প্রতি রাজী থাকা উচিত। অন্যের গুণ-বৈশিষ্ট্যের আকাঙ্খায় অন্তর বিষিয়ে তোলা কোন অবস্থাতেই সমীচীন নয়। কেননা, এতে নিজেকে অর্থহীন মানসিক পীড়া এবং হিংসারূপী কঠিন গুনাহে লিপ্ত করা ছাড়া আর কোন ফল লাভ হয় না।

আল্লাহ তা'আলা যাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করেছেন তাতেই তার শোকরগুযারী করা কর্তব্য। অপরপক্ষে যাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন তারও কর্তব্য এতে রাজী থাকা এবং চিন্তা করা যে, যদি তাকে পুরুষরূপে সৃষ্টি করা হতো তবে হয়তো সে পুরুষের দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম হতো না, বরং উল্টা গুনাহ্গার হওয়া লাগত। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা সৌন্দর্য দিয়ে সৃষ্টি করেছেন তার পক্ষে এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করা উচিত। অপরপক্ষে যে কদাকার তার পক্ষেও অনর্থক দুঃখ ভারাক্রান্ত না হয়ে বরং চিন্তা করা উচিত যে, হয়তো কোন মঙ্গলের জন্যই আল্লাহ পাক আমাকে এই চেহারা (অবয়ব) দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। এরূপ না হয়ে যদি আমি সুশ্রী হতাম, তবে হয়তো কোন ফিতনার সম্মুখীন হতে হতো। অনুরূপ সৈয়দ বংশে জন্মগ্রহণ করে যেমন কারো পক্ষে অহঙ্কারী হওয়া উচিত নয়, তেমনি সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণকারী কোন লোকের পক্ষেও রক্ত ধারার দিক দিয়ে সৈয়দ হওয়ার দুরাশা পোষণ করা উচিত নয়। কেননা, হাজার চেষ্টা ও আকাঙ্খার দ্বারাও তা অর্জিত হওয়ার নয়। সুতরাং এরূপ অর্থহীন আকাঙ্খা পোষণ করে মানসিক যন্ত্রণা ছাড়া আর কিছুই লাভ হবে না। তাই বংশ মর্যাদা লাভের দুরাশার চাইতে নেক আমল ও উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে যদি কেউ প্রাধান্য অর্জন করতে সচেষ্ট হয়, তবেই তার সে চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে। এটা মানুষের সাধ্যায়ত্ত। এ চেষ্টার মাধ্যমে মানুষ শুধু সাফল্যই লাভ করতে পারে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদার স্তরকে ছাড়িয়ে আরো অনেক উর্ধ্বে উঠতে পারে।

কোরআনের কোন কোন আয়াত এবং একাধিক সহীহ হাদীসের বর্ণনায় সৎকর্মে প্রতিযোগিতা অর্থাৎ অন্যের চাইতে এগিয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টায় অগ্রণী হওয়ার নির্দেশ দেখতে পাওয়া যায়। অনুরূপ অন্যের মধ্যে যে গুণ-গরিমা

www.WaytoJannah.Com

রয়েছে, তা অর্জন করার জন্য সচেষ্ট হওয়ার প্রতিও উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে। এসব ক্ষেত্রে লক্ষণীয় এই যে, আল্লাহ্ এবং তাঁর রাসূল (সাঃ) শুধু ঐ সমস্ত গুণ-বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রেই অন্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাওয়ার প্রতি উৎসাহ প্রদান করেছেন, যেগুলো মানুষের সাধ্যায়ত্ত, যেগুলো চেষ্টা-সাধনার মাধ্যমে মানুষ অর্জন করতে পারে। যেমন, কারো গভীর জ্ঞান কিংবা চারিত্রিক মহত্ত্ব দেখে তাঁর কাছ থেকে তা অর্জন করার জন্য চেষ্টা-সাধনা করা প্রশংসনীয় কাজ। বস্তুত পুরুষরা নারীদের অভিভাবক। নারীদের উচিত পুরুষদের অভিভাবকত্ব স্বীকার করে তাদের আনুগত্য করা। এখানে উদাহরণ দেয়া যেতে পারে যে, একই পিতা-মাতার সন্তানদের মধ্যে কাউকে শাসক, কাউকে শাসিত বানানোর জন্য বুদ্ধি ও ন্যায়ের আলোকে দু'টি বিষয় অপরিহার্য ছিল ঃ (১) যাকে শাসক বানানো হবে, তার মধ্যে জ্ঞান ও কর্মের নিরিখে শাসনকার্যের যোগ্যতা; (২) তার অভিভাবকত্বে শাসিতের সম্মতি। প্রথম কারণটি পুরুষের শাসকোচিত যোগ্যতার পরিচায়ক। আর দ্বিতীয় কারণ শাসিত হওয়ার ব্যাপারে নারীদের স্বীকারোক্তি। কারণ, নারীরা যখন বিয়ের সময় নিজের খোরপোষ ও মোহরের শর্তে বিয়ের অনুমতি দান করে, তখনই নারীরা পুরুষদের অভিভাবকত্ব মেনে নেয়।

তাছাড়া পবিত্র কোরআনের সূরা আল-আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে আছেঃ

وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَلَاتَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى -

অর্থাৎ- "তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে- মূর্খতা যুগের অনুরূপ নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না।"

আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, নারীদের পক্ষে ঘর থেকে বের হওয়া সাধারণভাবে নিষিদ্ধ। বিশেষ প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে নারীদের বোরকা কিংবা অন্য কোন প্রকারে পর্দা করে ঘর থেকে বের হওয়ার অনুমতি আছে। তবে জাহেলিয়াত যুগের নারীদের মত দেহ ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে

www.WaytoJannah.Com

ঘোরাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে। এ আয়াতের আসল হুকুম এই যে, নারীরা গৃহেই অবস্থান করবে। প্রকৃত প্রস্তাবে আল্লাহ তা'আলার নিকট নারীদের বাড়ী-ঘর থেকে বের না হওয়াই কাম্য। গৃহকর্ম সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এতেই তারা পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করবে।

কোরআনে পাকের অন্য আয়াতে নারীদের পর্দা, তাদের কণ্ঠ ও বাক্যালাপ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে বলা হয়েছে, যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারীকণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে। মোটকথা, নারীদেরকে পরপুরুষ থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে পর্দার এমন উন্নত স্তর অর্জন করতে হবে যাতে কোন অপরিচিত দুর্বল ঈমানবিশিষ্ট লোকের অন্তরে কোন কামনা ও লালসার সৃষ্টি না হয়। (মাযহারী)।

বস্তুত পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের বিভিন্ন বর্ণনার দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, নারীদের কর্মস্থল ও অবস্থানস্থল গৃহের অভ্যন্তরে। বিচার-আচার, বক্তৃতামঞ্চে আরোহণ, নেতৃত্বদান এবং শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া নারীদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হওয়া ইসলাম সম্মত নয়।

এখানে উল্লেখ্য যে, নারীদেরকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করা জঘন্য অন্যায়। ইসলাম এ অন্যায় প্রতিরোধ করেছে। আবার তাদেরকে বলগাহীনভাবে ছেড়ে দেয়া এবং পুরুষের কর্তৃত্বের আওতা থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেয়াও নিরাপদ নয়। সন্তান-সন্ততির লালন-পালন ও ঘরের কাজ-কর্মের দায়িত্ব প্রকৃতিগতভাবেই তাদের উপর ন্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। তারা এগুলোই বাস্তবায়নের উপযোগী। তাছাড়া স্ত্রীলোককে বৈষয়িক জীবনে পুরুষের আওতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়াও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে পৃথিবীতে রক্তপাত, ঝগড়া-বিবাদ এবং নানা রকমের ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি হয়। এজন্য কোরআনে একথাও ঘোষণা করা হয়েছে

www.WaytoJannah.Com

যে, وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ "পুরুষের মর্যাদা স্ত্রীলোক অপেক্ষা এক স্তর উর্ধ্বে। অন্যকথায় বলা যায় যে, পুরুষ তাদের তত্ত্বাবধায়ক ও জিম্মাদার। যেভাবে ইসলামপূর্ব জাহেলিয়াতের যুগে দুনিয়ার মানুষ স্ত্রীলোককে ঘরের আসবাবপত্র ও চতুষ্পদ জন্তুতুল্য বলে গণ্য করার ভুলে নিমগ্ন ছিল, অনুরূপভাবে বর্তমানে জাহেলিয়াতের দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়েছে। এতে প্রথম ভুলের সংশোধন আর একটি ভুলের মাধ্যমে করা হচ্ছে। নারীকে পুরুষের সাধারণ কর্তৃত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে দেয়ার অনবরত প্রচেষ্টা চলছে। ফলে লজ্জাহীনতা ও অশ্লীলতা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমগ্র বিশ্ব ঝগড়া-বিবাদ ও ফিতনা-ফাসাদের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতন এত বেড়ে গেছে যে, তা আজ সেই বর্বর যুগকেও হার মানিয়েছে।

যে নারীকে পৃথিবীর সব জাতি এক সময় মানুষ বলে গণ্য করতেও রাজী ছিল না, সে জাতিগুলোই এখন এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, পুরুষদের যে কর্তৃত্ব নারী সমাজ তথা গোটা দুনিয়ার জন্যই একান্ত কল্যাণকর ছিল, সে কর্তৃত্ব বা তত্ত্বাবধায়কের ধারণাটুকুও একেবারে ঝেড়ে-মুছে ফেলে দেয়া হচ্ছে, যার অশুভ পরিণতি প্রতিদিনই দেখা যাচ্ছে। বলাবাহুল্য, যতদিন পর্যন্ত আল-কোরআনের এ আদেশ যথাযথভাবে পালন করা না হবে, ততদিন পর্যন্ত এ ধরনের ফিতনা দিন দিন বৃদ্ধিই পেতে থাকবে। বর্তমান বিশ্বের মানুষ শান্তির অন্বেষায় নিত্য-নতুন আইন প্রণয়ন করে চলছে। নতুন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলছে, অগণিত অর্থ ব্যয় করছে, কিন্তু যে উৎস থেকে ফিতনা-ফাসাদ ছড়াচ্ছে সেদিকে কারো লক্ষ্যই নেই।

যদি আজ ফিতনা-ফাসাদের কারণ উদঘাটনের জন্য কোন নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনা করা হয়, তবে শতকরা ষাট ভাগেরও বেশী সামাজিক অশান্তির কারণই দাঁড়াবে নারীদের বেপরোয়া চাল-চলন।

www.WaytoJannah.Com

ইসলামের দৃষ্টিতে নারীর মর্যাদা

ইসলাম নারী জাতিকে যে মর্যাদা দিয়েছে, অন্য কোন ধর্মে তা' কল্পনাই করা যায় না। চিন্তা করলে বুঝা যায়, পৃথিবীতে এমন দু'টি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। তার একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু চিত্রের অপর দিকটির প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এ দুটো বস্তুই পৃথিবীতে দাঙ্গা-হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্ট ও অকল্যাণেরও কারণ। আরও একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াও কঠিন নয় যে, এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের অবলম্বন। কিন্তু যখন এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা, স্থান ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেয়া হয়, তখন এগুলোই দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ পরিগ্রহ করে।

কোরআন মানুষকে একটা জীবন বিধান দিয়েছে। তাতে উল্লেখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে এবং যাতে দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার নিয়ম-পদ্ধতি এবং সম্পদ বন্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা' বলা যেতে পারে।

নারী সমাজ এবং তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে, নারীদের উপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে, এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরী, তেমনিভাবে পুরুষদের উপরও নারীদের অধিকার রয়েছে যা প্রদান করা অপরিহার্য। তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে যে, পুরুষের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশী।

ইসলামের পুর্বে জাহেলিয়াত আমলে সমগ্র বিশ্বের জাতিসমূহে প্রচলিত

www.WaytoJannah.Com

রীতি আনুযায়ী নারীর মর্যাদা অন্যান্য সাধারণ গৃহস্থালী আসবাবপত্রের চেয়ে বেশী ছিল না। তখন চতুষ্পদ জীব-জন্তুর মত তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ে-শাদীর ব্যাপারেও নারীর মতামতের কোন রকম মূল্য ছিল না; অভিভাবকগণ যার দায়িত্বে অর্পণ করত তাদেরকে সেখানেই যেতে হতো। নারী তার আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তি বা মীরাসের অধিকারিণী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের ন্যায় পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসাবে বিবেচিত হতো। তাদেরকে মনে করা হতো পুরুষের স্বত্বাধীন; কোন জিনিসেই তাদের নিজস্ব কোন স্বত্ব ছিল না। আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে গণ্য করা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার এতটুকু অধিকার তাদের ছিল না। তবে স্বামীর এ অধিকার স্বীকৃত ছিল যে, সে তার নারীরূপী নিজস্ব সম্পত্তি যেখানে খুশী, যেভাবে খুশী ব্যবহার করতে পরতো তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সর্বাধিক সভ্য দেশ হিসাবে গণ্য করা হয় সেগুলোতেও কোন কোন লোক এমনও ছিল, যারা নারীর মানব-সত্ত্বাকেই স্বীকার করতো না।

এমনকি সাধারণভাবে পিতার পক্ষে কন্যাকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেয়াকে কৌলিণ্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউ হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদন্ড কিংবা খুনের বদলা খুন কোনটাই আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। কোন কোন জাতির মধ্যে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেই তার চিতায় আরোহণ করে জ্বলে মরতে হতো। মহানবী (সাঃ)-এর নবুওয়্যত প্রাপ্তির পূর্বে ৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে ফরাসীরা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল যে, বহু বিরোধিতা সত্ত্বেও তারা এ প্রস্তাব পাশ করে যে, নারী প্রাণী হিসাবে মানুষই বটে, কিন্তু শুধুমাত্র পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোটকথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ

www.WaytoJannah.Com

করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলামের পূর্বে সৃষ্টির এ অংশ ছিল অত্যন্ত অসহায়। তাদের ব্যাপারে বিবেচ্য ও যুক্তিসঙ্গত কোন ব্যবস্থাই নেয়া হতো না।

রাহ্‌মাতুল্লিল 'আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্ববাসীর চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দান করতে শিক্ষা দিয়েছে। বিশ্বনবী (সাঃ) ন্যায়-নীতির প্রবর্তন করেছেন এবং নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষণ পুরুষদের উপর একান্ত অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন। বিয়ে-শাদী ও ধন-সম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেয়া হয়েছে। কোন ব্যক্তি তিনি পিতা হলেও কোন প্রাপ্তবয়স্কা মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না। এমনকি নারীর অনুমতি ব্যতীত বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির উপর স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোন পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যু বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোন ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টিবিধানকেও শরীয়তে মোহাম্মাদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে, সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে অথবা তার বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে। (মাআরিফুল কোরআন)

www.WaytoJannah.Com

নারীর জন্য রাজত্ব বা নেত্রীত্ব জায়েয নয়

কোন নারীর জন্য রাজত্ব কিংবা নেত্রীত্ব গ্রহণ করা জায়েয কিনা? এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত এই যে, নারীদের হাতে শাসনক্ষমতা সমর্পণ করা কিংবা নারীদেরকে নেত্রী বানানো ইসলাম সমর্থন করে না। বুখারী শরীফে হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, পারস্যবাসীরা তাদের সম্রাটের মৃত্যুর পর তার কন্যাকে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ জানার পর মন্তব্য করেছিলেন, لَنْ يُّفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا اَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً

অর্থাৎ- "যে জাতি তাদের শাসনক্ষমতা একজন নারীর হতে সমর্পণ করেছে, তারা কখনও সফলকাম হতে পারবে না।" এ কারণে আলেমগণ এ বিষয়ে একমত যে, কোন নারীকে শাসনকর্তৃত্ব, খেলাফত অথবা রাজত্ব সমর্পণ করা ইসলাম সম্মত নয়। বরং নামাযের ইমামতির মত বৃহৎ ইমামতি অর্থাৎ শাসনক্ষমতা, কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব একমাত্র পুরুষের জন্যই উপযুক্ত।

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

وَاِذَاكَانَتْ اُمَرَاؤُكُمْ شِرَارُكُمْ وَاَغْنِيَاؤُكُمْ بُخَلاؤُكُمْ وَ اُمُوْرُكُمْ اِلٰى نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَيْرٌلَّكُمْ مِنْ ظَهْرِهَا۔

অর্থাৎ- "যখন তোমাদের নেতারা হবেন তোমাদের সমাজের দুষ্ট ও নিম্ন প্রকৃতির লোক এবং তোমাদের ধনী ব্যক্তিরা হবে তোমাদের মধ্যে কৃপণ প্রকৃতির লোক আর যখন তোমাদের শাসন কর্তৃত্ব তোমাদের নারীদের হাতে সমর্পিত হবে, তখন ভূগর্ভ তোমাদের জন্য ভূপৃষ্ঠের চাইতে উত্তম হবে"। (তিরমিযী) এই হাদীস শরীফের মর্মার্থ এত সুস্পষ্ট যে, এর ব্যাখ্যার কোন প্রয়োজন নেই।

www.WaytoJannah.Com

নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখা জরুরী

ইসলামের বিধান অনুযায়ী নারীদের মুখমন্ডল ঢেকে রাখার গুরুত্ব অপরিসীম। নারীদের মুখমন্ডল তাদের সৌন্দর্যের কেন্দ্র। মুখমন্ডলের সৌন্দর্যের ওপর ভিত্তি করেই সাধারণত নারীদেরকে সুন্দর বা অসুন্দর বলে সাব্যস্ত করা হয়। নারীদের মুখমন্ডলের সৌন্দর্য পুরুষের মনকে আকৃষ্ট করে থাকে। কাজেই গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে মুসলিম নারীদের মুখমন্ডল খোলা রাখা নাজায়েয ও হারাম।

পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

يٰاَيُّهَاالنَّبِىُّ قُلْ لِاَزْوَاجِكَ وَبَنٰتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُّعْرَفْنَ فَلَايُؤْذَيْنَ –

অর্থাৎ- "হে নবী! আপনার স্ত্রীদের, কন্যাদের এবং মুমিন লোকদের মহিলাদেরকে বলে দিন, তারা যেন নিজেদের উপর নিজেদের চাদর ঝুলিয়ে দেয়। এটা অধিক উত্তম রীতি। যেন তাদেরকে চিন্‌তে পারা যায় এবং তাদেরকে উত্যক্ত করা না হয়।" (আল আহযাব ঃ ৫৯)

উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, নারীরা কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বের হলে জিলবাব (চাদর) দ্বারা মাথার ওপরের দিক থেকে নিজেদের মুখমন্ডলকে আবৃত করে বের হবে। এতে প্রমাণিত হয় যে, গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষ থেকে নারীর সৌন্দর্য ঢেকে রাখা জরুরী।

পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে আছে ঃ

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا–

"তারা (নারীরা) যেন তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। তবে যা স্বভাবতই প্রকাশ হয়ে পড়ে তার কথা ভিন্ন।" (আন্ নূর-৩১)

www.WaytoJannah.Com

এই আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, নারী তার সাজ-সজ্জার কোন কিছুই প্রকাশ করবে না। তবে اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর তাফসীর বা ব্যখ্যায় মুখমন্ডল ও হাতের তালুদ্বয় খোলা রাখা জায়েয বলে কোন কোন তাফসীরকার যে মন্তব্য করেছেন, তা' কেবল মাহ্‌রাম পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

কারণ, যখন মেয়েদেরকে জিলবাবের (চাদর) দ্বারা ঢেকে দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয় তখন মুখমণ্ডল ও হাত যীনাতের (সৌন্দর্যের) অন্তর্ভূক্ত হয়ে যায় যা গায়র মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে প্রকাশ না করার হুকুম করা হয়েছে। এমতাবস্থায় গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের জন্য মেয়েদের প্রকাশ্য আচ্ছাদন ব্যতীত অন্য কিছু দেখা হালাল থাকে না। অতএব اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا এর ব্যাখ্যায় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) পর্দা বিধানের শেষ কথাটিই বলেছেন। (অর্থাৎ প্রকাশ্য আচ্ছাদন ব্যতীত গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষের সামনে অন্য কিছু প্রকাশ করা মেয়েদের পক্ষে জায়েয নয়।) আর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন পর্দার হুকুমের পূর্বের কথাটি। (অর্থাৎ পূর্বে চেহারা ও হাত খোলা রাখা মেয়েদের জন্য জায়েয ছিল)।

মাহ্‌রামদের বিবরণ

পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ وَلاَ يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلاَّ لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَائِهِنَّ اَوْ اٰبَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَائِهِنَّ اَوْ اَبْنَاءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِىْ اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ اَوْ مَامَلَكَتْ

www.WaytoJannah.Com

اَيْمٰنُهُنَّ اَوِالتّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُوْلِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ النِّسَاءِ وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًاَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

অর্থাৎ- "ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে এবং তাদের যৌন অঙ্গের হেফাযত করে।' তারা যেন যা সাধারণত প্রকাশমান, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে এবং তারা যেন তাদের মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখে এবং তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত বাঁদী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে। মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহ্‌র সামনে তওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও।" (সূরা আন-নূর)।

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ এ দীর্ঘ আয়াতের সূচনাভাগে সেই বিধানই বর্ণিত হয়েছে, যা পূর্ববর্তী আয়াতে পুরুষদের জন্য ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ, তারা যেন দৃষ্টি নত রাখে তথা দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। পুরুষদের বিধানে নারীরাও অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু জোর দেয়ার জন্য তাদের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, মাহ্‌রাম ব্যতীত কোন পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা নারীদের জন্য হারাম। অনেক আলেমের মতে নারীদের জন্য মাহ্‌রাম নয়, এমন পুরুষের প্রতি দেখা সর্বাবস্থায় হারাম; কামভাব সহকারে বদ নিয়তে দেখুক অথবা এ ছাড়াই দেখুক। তার প্রমাণ হযরত উম্মে-সালমা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস যাতে বলা হয়েছে ঃ একদিন হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) ও হযরত মায়মূনা (রাঃ)

www.WaytoJannah.Com

উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সাথে ছিলেন। হঠাৎ অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে-মাকতূম (রাঃ) তথায় আগমন করলেন। এই ঘটনার সময়কাল ছিল পর্দার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁদের উভয়কে পর্দা করতে আদেশ করলেন। উম্মে-সালমা (রাঃ) আরয করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে তো অন্ধ, সে আমাদেরকে দেখতে পাবে না এবং আমাদেরকে চেনেও না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা তো অন্ধ নও, তোমরা তাকে দেখছ।- (আবূ দাউদ, তিরমিযী) অপর কয়েকজন ফেকাহ্‌বিদ বলেন ঃ কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দোষনীয় নয়। তাদের প্রমাণ হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীস, যাতে বলা হয়েছে ঃ একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এই কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত আয়েশাও এই কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে অতিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে নিষেধ করেন নি। তবে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, কামভাব সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম।

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে , আয়াতে যে সব পুরুষকে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, তাদের তরফ থেকে কোন অনর্থের আশংকা নেই। এরাই মাহ্‌রাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে এমন করেছেন যে, সাধারণত তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত বার জন ব্যতিক্রমভুক্ত (মাহরাম) লোকের পূর্ণ বিবরণ এরূপ ঃ প্রথম স্বামী, যার কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) বলেন ঃ مَا رَأَى مِنِّىْ وَلَا رَأَيْتُ مِنْهُ

অর্থাৎ- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেন নি এবং আমিও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখি নি।

www.WaytoJannah.Com

দ্বিতীয়, পিতা। দাদা, পরদাদা সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয়, শ্বশুর। তাতে দাদা, পরদাদা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। চতুর্থ, নিজ গর্ভজাত সন্তান। পঞ্চম, স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ষষ্ঠ, ভ্রাতা। সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় সবাই এর অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু মামা, খালা ও ফুফার পুত্র, যাদেরকে সাধারণ পরিভাষায় ভাই বলা হয়, তারা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা গায়ের-মাহ্‌রাম। সপ্তম, ভ্রাতুষ্পুত্র। এখানেও সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভ্রাতার পুত্র বুঝানো হয়েছে। অন্যরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অষ্টম, ভগ্নিপুত্র। এখানেও সহোদরা, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন বুঝানো হয়েছে। এই আট প্রকার হলো মাহ্‌রাম। নবম اَوْ نِسَائِهِنَّ অর্থাৎ নিজেদের স্ত্রীলোক; উদ্দেশ্য মুসলমান স্ত্রীলোক। তাদের সামনেও এমনসব অঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা যায়। পূর্বে বলা হয়েছে যে, এই ব্যতিক্রম পর্দার বিধান থেকে- গোপন অঙ্গ আবৃত করা থেকে নয়। তাই নারী যেসব অঙ্গ তার মাহ্‌রাম পুরুষদের সামনে খুলতে পারে না, সেগুলো কোন মুসলমান স্ত্রীলোকের সামনেও খোলা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসা ইত্যাদি প্রয়োজনে খোলা ভিন্ন কথা।

نِسَائِهِنَّ মুসলমান স্ত্রীলোক বলা থেকে জানা গেল যে, কাফের-মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। তারা বেগানা পুরুষদের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর হযরত মুজাহিদ থেকে বর্ণনা করেন ঃ এ থেকে জানা গেল যে, কাফের নারীদের সামনে অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলমান নারীর জন্য জায়েয নয়। কিন্তু সহীহ হাদীসসমূহে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণের সামনে কাফের রমণীদের যাতায়াত প্রমাণিত আছে। তাই এ প্রশ্নে মুজতাহিদ ইমামগণের মধ্যে মতভেদ বিদ্যমান। কারো মতে কাফের নারী বেগানা পুরুষের মত। কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলমান ও কাফের উভয় প্রকার নারীর একই বিধান রেখেছেন; অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। ইমাম রাযী (রহঃ) বলেন ঃ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মুসলমান, কাফের; সব নারীই نِسَائِهِنَّ

www.WaytoJannah.Com

শব্দের অন্তর্ভূক্ত। পূর্ববর্তী বুযুর্গগণ কাফের নারীদের কাছে পর্দা করার যে আদেশ দিয়েছেন, তা মোস্তাহাব আদেশ। রুহুল মা'আনীতে মুফতী আল্লামা আলুসী (রহঃ) এই উক্তি অবলম্বন করে বলেছেন ঃ এই উক্তিই আজকাল মানুষের অবস্থার সাথে বেশী খাপ খায়। কেননা, আজকাল মুসলমান নারীদের কাফের নারীদের কাছে পর্দা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

দশম প্রকার أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ অর্থাৎ- যারা নারীদের মালিকানাধীন। এতে দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ফেকাহ্‌বিদের মতে এখানে শুধু দাসী বোঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এ হুকুমের অন্তর্ভূক্ত নয়। তাদের কাছে সাধারণ মাহ্‌রামের ন্যায় পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব তাঁর সর্বশেষ উক্তিতে বলেন ঃ لَايَغُرَّنَّكُمُ أيَةُ النُّوْرِ فَانَّهُ فِى الاماء دُوْنَ الذُّكُوْرِ অর্থাৎ, তোমরা সূরা নূরের আয়াতদৃষ্টে বিভ্রান্ত হয়ো না যে, مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ শব্দের মধ্যে দাসরাও শামিল রয়েছে। এই আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাস এর অন্তর্ভুক্ত নয়। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ, হাসান বসরী ও ইবনে সিরীন বলেন ঃ পুরুষ দাসের জন্য তার প্রভু নারীর কেশ পর্যন্ত দেখা জায়েয নয়। (রূহুল-মা'আনী)। এখন প্রশ্ন হয় যে, আয়াতে যখন শুধু দাসীদেরকেই বুঝানো হয়েছে তখন তারা তো পূর্ববর্তী أَوْ نِسَائِهِنَّ শব্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তাদেরকে আলাদা বর্ণনা করার প্রয়োজন কি? জাসসাস এর জওয়াবে বলেন ঃ نِسَائِهِنَّ শব্দটি বাহ্যিক দিক দিয়ে শুধু মুসলমান নারীদের জন্য প্রযোজ্য। দাসীদের মধ্যে যদি কেউ কাফেরও থাকে, তবে তাকে ব্যতিক্রমভুক্ত করার জন্য এই শব্দটি আলাদা আনা হয়েছে।

একাদশ প্রকার أَوِ التَّابِعِيْنَ غَيْرِ أُولِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ। হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ এখানে এমন নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বুঝানো হয়েছে, যাদের নারী জাতির প্রতি কোন আগ্রহ ও ঐৎসুক্যই নেই। (ইবনে-কাসীর)। ইবনে জরীর এই বিষয়বস্তুই

www.WaytoJannah.Com

আবূ আবদুল্লাহ, ইবনে জুবায়ের, ইবনে আতিয়্যা প্রমুখ থেকে বর্ণনা করেছেন। কাজেই আয়াতে এমনসব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যাদের মধ্যে নারীদের প্রতি কোন আগ্রহ ও কামভাব নেই এবং তাদের রূপ-গুণের প্রতিও কোন ঐৎসুক্য নেই যে, অপরের কাছে গিয়ে বর্ণনা করবে। তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলীর সাথে সম্পর্ক রাখে, তাদের কাছেও পর্দা ওয়াজিব। হযরত আয়েশার (রাঃ) হাদীসে আছে, জনৈক নপুংসক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর স্ত্রীগণের কাছে আসা-যাওয়া করত। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্ত্রীগণ তাকে আয়াতে বর্ণিত غَيْرِ أُولِى الاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আগমন করতেন। রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) তখন তাকে গৃহে প্রবেশ করতে নিষেধ করে দিলেন।

এ কারণেই ইবনে হাজার মক্কী (রহঃ) মিনহাজের টীকায় বলেন ঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশী বৃদ্ধ হয়, তবুও সে غَيْرِ أُولِى الاِرْبَةِ শব্দের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। এখানে غَيْرِ أُولِى الاِرْبَةِ শব্দের সাথে اَوِ التَّابِعِيْنَ শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, নির্বোধ ইন্দ্রিয়বিকল লোক, যারা অনাহূত মেহমান হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে ঢুকে পড়ে, তারা ব্যতিক্রমভুক্ত। একথা উল্লেখ করার একমাত্র কারণ এই যে, তখন এমনি ধরনের কিছু নির্বোধ লোক বিদ্যমান ছিল। তারা অনাহূত হয়ে খাওয়া-দাওয়ার জন্য গৃহে প্রবেশ করতো। বিধানের আসল ভিত্তি নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল হওয়ার উপর- অনাহূত মেহমান হওয়ার উপর নয়।

দ্বাদশ প্রকার اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ এখানে এমন অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে বুঝানো হয়েছে, যে এখনও সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে বেখবর। যে বালক এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে মোরাহিক অর্থাৎ সাবালকত্বের নিকটবর্তী, তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। -(ইবনে কাসীর)। ইমাম জাসসাস বলেন ঃ

www.WaytoJannah.Com

এখানে طفل বলে এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না। এ পর্যন্ত পর্দা থেকে ব্যতিক্রমভুক্তদের বর্ণনা সমাপ্ত হল।

وَلَايَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَايُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ-

অর্থাৎ- নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে উঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে উঠে।

وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ -

অর্থাৎ- মুমিনগণ, তোমরা সবাই আল্লাহর কাছে তওবা কর। এই আয়াতে প্রথমে পুরুষদেরকে দৃষ্টি নত রাখার আদেশ অতপর নারীদেরকে এমনি আদেশ এবং শেষে নারীদেরকে বেগানা পুরুষদের কাছে পর্দা করার আলাদা আলাদা আদেশ দান করার পর আলোচ্য বাক্যে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, কামপ্রবৃত্তির ব্যাপারটি খুবই সূক্ষ্ম। অপরের তা জানা কঠিন, কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলার কাছে প্রত্যেক প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য বিষয় সমান দেদীপ্যমান। তাই উল্লেখিত বিধানসমূহে কোন সময় যদি কারো দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে যায়, তবে তার জন্য তওবা করা নেহায়েত জরুরী। সে অতীত কর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাইবে এবং ভবিষ্যতে এরূপ কর্মের নিকটবর্তী না হওয়ার জন্য সংকল্পবদ্ধ হবে। (মা'আরিফুল কোরআন)

www.WaytoJannah.Com

মহিলাদের জন্য জাকজমকপূর্ণ পোষাক পরিধান করে বের হওয়া নিষেধ

মহিলাদের জন্য কোন আতর, সেন্ট, সুগন্ধি লাগিয়ে, লিপিষ্টিক মেখে, অলংকারাদির জৌলুস করে ও জাকজমকপূর্ণ পোষাক পরিধান করে বের হওয়া নিষেধ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেনঃ

اَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلٰى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا فَهِىَ زَانِيَةٌ"۔(رواه أحمد والنسائى)

"যদি কোন মহিলা সুগন্ধি দ্রব্য ব্যবহার করে কোন সমাবেশের নিকট দিয়ে যাতায়াত করে যেন তারা এর ঘ্রাণ পায়, তাহলে সে ব্যভিচারিণী মহিলা হিসেবে বিবেচিত হবে।" (আহমাদ, নাসাঈ)

পুরুষগণ কোন্ ধরনের মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

পুরুষগণ নিম্ন বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

(১) আপন মা।

(২) আপন দাদী, নানী ও তাদের ঊর্ধ্বতন মহিলাগণ।

(৩) সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৪) আপন মেয়ে, ছেলের মেয়ে, মেয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান ও আপন ছেলে সন্তানদের স্ত্রী।

(৫) যে স্ত্রীর সঙ্গে দৈহিক মিলন সংঘটিত হয়েছে তার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী স্বামীর কন্যা সন্তান এবং স্ত্রীর মা অর্থাৎ শাশুড়ী, নানী শাশুড়ী ও দাদী শাশুড়ী।

www.WaytoJannah.Com

(৬) ফুফু অর্থাৎ পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৭) খালা অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় বোন।

(৮) ভাতিজী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

(৯) ভাগ্নী অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কন্যা সন্তান।

(১০) দুধ সম্পর্কীয় মেয়ে, মেয়ের মেয়ে, ছেলের মেয়ে ও তাদের অধঃস্তন কোন কন্যা সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় ছেলের স্ত্রী।

(১১) দুধ সম্পর্কীয় মা, খালা, ফুফু, নানী, দাদী ও তাদের উর্ধ্বতন মহিলাগণ।

(১২) দুধ সম্পর্কীয় বোন, দুধ বোনের মেয়ে, দুধ ভাইয়ের মেয়ে এবং তাদের গর্ভজাত যে কোন কন্যা সন্তান।

(১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধা, যার প্রতি পুরুষের কোন প্রকার আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্কা এমন বালিকা, যার প্রতি পুরুষদের এখনো যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত মেয়েদের সাথে বিবাহ জায়েয আছে।

উপরোক্ত মহিলাগণ ব্যতীত পুরুষের জন্য অন্য কোন মহিলার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ মোটেও জায়েয নয়, বরং সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

কাজেই মহিলাদের জন্য চাচাত ভাই, খালাত ভাই, ফুফাত ভাই, মামাত ভাই, দেবর, ভাশুর, খালু, ফুফা, চাচাত শশুর, উকিল বাপ, ধর্মবাপ, ধর্মভাই, দুলাভাই, বেয়াই, ননদের জামাই ইত্যাদির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা হারাম এবং তাদের সাথে বিবাহ-শাদী জায়েয। (সূরা নিসা- ২৩, তাফসীরে মাযহারী ২/২৫৪, মা'আরিফুল কোরআন ২/৩৫৬-৩৬১)

www.WaytoJannah.Com

মহিলাগণ কোন্ ধরনের পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে

মহিলাগণ নিম্ন বর্ণিত ১৪ শ্রেণীর পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে পারবে এবং তাদের সাথে বিবাহ হারাম।

(১) পিতা, দাদা, নানা ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

(২) সহোদর ভাই, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(৩) শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও নানা শ্বশুর এবং তাদের উর্ধ্বতন পুরুষগণ।

(৪) আপন ছেলে, ছেলের ছেলে, মেয়ের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত পুত্র সন্তান।

(৫) স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র ।

(৬) ভাতিজা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাইয়ের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

(৭) ভাগিনা অর্থাৎ সহোদর, বৈমাত্রেয়, বৈপিত্রেয় বোনের ছেলে ও তাদের অধঃস্তন কোন ছেলে।

(৮) আপন চাচা অর্থাৎ পিতার সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(৯) আপন মামা অর্থাৎ মায়ের সহোদর, বৈমাত্রেয় ও বৈপিত্রেয় ভাই।

(১০) দুধ সম্পর্কীয় ছেলে, উক্ত ছেলের ছেলে, দুধ সম্পর্কীয় মেয়ের ছেলে ও তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান এবং দুধ সম্পর্কীয় মেয়েদের স্বামী।

(১১) দুধ সম্পর্কীয় পিতা, চাচা, মামা, দাদা, নানা, ও তাদের উর্ধ্বতন পুরুষ।

www.WaytoJannah.Com

(১২) দুধ সম্পর্কীয় ভাই, দুধ ভাইয়ের ছেলে, দুধ বোনের ছেলে এবং তাদের ঔরসজাত যে কোন পুত্র সন্তান।

(১৩) যৌন শক্তিহীন এমন বৃদ্ধ, মহিলাদের প্রতি যার কোন আকর্ষণ নেই এবং তার প্রতি মহিলাদেরও কোন আকর্ষণ নেই।

(১৪) অপ্রাপ্ত বয়স্ক এমন বালক, যার এখনও যৌন আকর্ষণ সৃষ্টি হয়নি।

উল্লেখ্য, ১৩ ও ১৪ নং বর্ণিত পুরুষদের সাথে বিবাহ জায়েয। মহিলাদের জন্য উপরোক্ত পুরুষগণ ব্যতীত অন্য কোন পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা জায়েয নেই, বরং তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।

কাজেই পুরুষদের জন্য চাচাত বোন, খালাত বোন, মামাত বোন, ফুফাত বোন, ভাবী, মামী, চাচী, ধর্মবোন, শ্যালিকা ইত্যাদির সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা হারাম এবং তাদের সাথে বিবাহ-শাদী জায়েয। (সূরা নূর-৩১, তাফসীরে মাযহারী ৬/৪৯৭-৫০২, মা'আরিফুল কোরআন ৬/৪০১-৪০৫, হিদায়া ২/৩০৭, ফতহুল কাদীর ২/১১৭)

পর্দাহীন মহিলাদের সাথে পর্দানশীন মহিলাদের পর্দা করা উচিত

পর্দা শরীয়তের দৃষ্টিতে গুরুত্বপূর্ণ ফরয। যে সকল সম্ভ্রান্ত মহিলা ইসলামের মহান আদর্শ ও শরীয়তের পর্দার ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ ফরয নির্দেশ সর্বাবস্থায় যথাযথভাবে মান্য করে চলতে চেষ্টা করে, তাদের পক্ষে বেপর্দা মহিলার (যারা শরীয়তের অত্যাবশ্যকীয় হুকুম পর্দার নির্দেশ উপেক্ষা করে বেপর্দা অবস্থায় লাগামহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়, তাদের) সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা এবং খোলা-মেলা আলাপ-আলোচনা ইত্যাদি শরীয়তের দৃষ্টিতে অনুচিত। কারণ, এ ধরনের মহিলাকে শরীয়তে গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষদের সাথে তুলনা করা হয়েছে।

www.WaytoJannah.Com

সুতরাং পর্দানশীন সম্মানিতা মহিলাগণকে এ ধরনের বেপর্দা মহিলাদের থেকে সম্পূর্ণ দূরে থাকা এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রাখা অনুচিত।

উল্লেখ্য, এ সমস্ত মহিলা পুরুষদের আওতাভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বেগানা পুরুষদের জন্য ঐ সব বেপর্দা মহিলাদের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা হারাম। এ ব্যাপারে অনেক লোক ধোকার মধ্যে আছে। (মা'আরিফুল কোরআন ৬/৪০৪, আলমগীরী ৫/৩২৭, ইমদাদুল ফাতাওয়া ৪/১৯৬)

নারীর জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম

পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

رِجَالٌ لاَ تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَلاَبَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلاَةِ.

অর্থাৎ- "এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে বিরত রাখে না।"

আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, যেসব মুমিন আল্লাহ্ তা'আলার নূরে হিদায়েতের বিশেষ স্থান মসজিদকে আবাদ রাখে, এখানে তাদের বিশেষ গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে । এখানে رجال শব্দের মাধ্যমে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, মসজিদে উপস্থিত হওয়ার বিধান আসলে পুরুষদের জন্য, নারীদের জন্য গৃহে নামায পড়া উত্তম ।

মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকীতে হযরত উম্মে সালমা (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন ঃ

خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوْتِهِنَّ-

অর্থাৎ- নারীদের উত্তম মসজিদ তাদের গৃহের সংকীর্ণ ও অন্ধকার প্রকোষ্ঠ। হাদীস শরীফের দ্বারা বুঝা যায়, ঘরের নির্জন স্থানের নামায নারীদের জন্য উত্তম নামায।

www.WaytoJannah.Com

রাষ্ট্রে নামায কায়েমের দায়িত্ব সরকার প্রধানের

পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

اَلَّذِيْنَ اِن مَّكَّنَاهُمْ فِى الاَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاَةَ وَأٰتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوْا بِالْمَعْرُوْفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الاُمُوْرِ -

অর্থাৎ- তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে শক্তি -সামর্থ্য দান করলে তারা নামায কায়েম করবে , যাকাত দেবে এবং সৎকাজে আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। প্রত্যেক কর্মের পরিণাম আল্লাহ্‌র এখতিয়ারভুক্ত। (সূরা হজ্ব -৪১)

আয়াতের তাফসীরে বলা হয়েছে, এই আয়াতে তাদের জন্যই নির্দেশ রয়েছে, যাদেরকে আল্লাহ তা'আলা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন, আমি যদি তাদেরকে পৃথিবীতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা তাদের ক্ষমতাকে নামায কায়েম করা, যাকাত প্রদান করা, সৎকর্মে আদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধের কাজে প্রয়োগ করবে।

পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী কোন রাষ্ট্রে কাউকে ক্ষমতায় আসীন করা হলে সে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধানের বিশেষ দায়িত্ব হবে নামায কায়েম করা। আর ইসলামের পরিভাষায় রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে 'ইমামত' ও রাষ্ট্রপ্রধানকে 'ইমাম' বলা হয়।

ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্র অনুযায়ী নামাযের ইমামতিকে 'ইমামতে সুগরা' বা ছোট ইমামতি এবং রাষ্ট্রের নেতৃত্বকে 'ইমামতে কুবরা' বা বড় ইমামতি বলা হয়। আর একথা সকলেরই জানা আছে যে, নামাযের ইমামতি পুরুষদের জন্য, নারীদের ইমামতি করা জায়েয নয়। কাজেই যে নারীদের জন্য

www.WaytoJannah.Com

নামাযের ইমামতি তথা ছোট ইমামতি জায়েয নেই, তাদের জন্য রাষ্ট্রের নেতৃত্ব তথা বড় ইমামতি কিভাবে জায়েয হতে পারে ? সুতরাং নারী নেত্রীত্ব নাজায়েয হওয়ার এটাও একটা বড় প্রমাণ।

নারীদের জন্য রাষ্ট্র প্রধান বা সরকার প্রধান হওয়া জায়েয নয়। এমনকি নারীদের জন্য বিচারক বা বিচারপতি হওয়াও সিদ্ধ নয়। কারণ, এসব পদে আসীন হলে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন ও সাক্ষী-প্রমাণ গ্রহণের জন্য জনসাধারণের সম্মুখে যেতে হয়। অথচ নারীদের জন্য পর্দা করা ফরয। এমতাবস্থায় একজন নারী কিভবে রাষ্ট্র প্রধান, সরকার প্রধান, বিচারক, বিচারপতি ও নেতৃত্বের আসনে আসীন হয়ে দায়িত্ব পালন করবে ? হাদীস শরীফে আছে ঃ

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الاٰخِرِ اَنْ تُسَافِرَ سَفَرًا يَكُوْنُ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلاَّ وَمَعَهَا أَبُوْهَا أَوْ أَخُوْهَا أَوْ زَوْجُهَا أَوْ إِبْنُهَا أَوْ ذُوْ مَحْرَمٍ مِنْهَا-

অর্থাৎ- "যে নারী আল্লাহ্ তা'আলা ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে, তার জন্য তিন দিনের বা এর অধিক সময়ের পথ স্বামী, পিতা, প্রাপ্তবয়স্ক ভাই, পুত্র কিংবা অন্য কোন মাহ্রাম ব্যক্তিকে সাথে না নিয়ে সফর করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।" (তিরমিযী)

উল্লেখিত হাদীস শরীফের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে , নারীরা কোন অবস্থাতেই দূরবর্তী সফর একাকী করতে পারবে না। এমনকি হজ্ব ফরয হলেও মাহ্রাম ছাড়া হজ্বে যেতে পরবে না। এক্ষেত্রে মাসআলা হচ্ছে, মহিলাদের বেলায় হজ্বের সঙ্গী হিসাবে স্বামী বা কোন মাহরাম পুরুষ থাকা প্রয়োজন। কোন মাহরাম পুরুষকে সাথে না নিয়ে কোন মহিলার পক্ষে হজ্বে যাওয়া নিষিদ্ধ। এ শর্ত তখনই প্রযোজ্য হবে, যখন মহিলার বাড়ী থেকে মক্কা শরীফের দুরত্ব তিন দিন বা এরও অধিক দিনের পথ হবে। এ দূরত্বের

www.WaytoJannah.Com

পরিমাণ ৪৮ মাইল বা ৭৭.২৫ কিলোমিটার। যদি এমন হয় যে, কোন মহিলা আজীবন হজ্বের সফরসঙ্গী হিসাবে কোন মাহরাম পুরুষ পান নি, তবে মৃত্যুকালে তার জন্য এরূপ ওসিয়্যত করে যাওয়া ওয়াজিব হবে যে, "তার মৃত্যুর পর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে যেন তার পক্ষ থেকে হজ্ব করানো হয়।" যদি সে এরূপ ওসিয়্যত না করে যায়, তাহলে তার উপর হজ্বের ফরয অনাদায়ী থেকে যাবে। আর সে ওসিয়্যত করে গেলে উত্তরাধিকারীদের উপর তার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে বদলী হজ্ব করানো ওয়াজিব হবে। যদি তারা বদলী হজ্ব না করায় তবে গুনাহ্গার হবে। কিন্তু ঐ মহিলা তার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে।

মাহরাম ব্যক্তি সুস্থ মস্তিষ্ক, প্রাপ্তবয়স্ক ও ধর্মপরায়ণ হওয়া শর্ত। স্বামীর জন্যও এগুলো শর্ত। যদি মাহরাম ফাসিক হয়, তাহলে তাদের সাথে হজ্বে গমন করা কোন মহিলার পক্ষে জায়েয নয়।

মোটকথা, নারীদেরকে মাহ্রাম সাথে নিয়েই সফর করতে হবে। এমতাবস্থায় নারী সরকার প্রধান হলে বা দলের নেত্রী হলে দেশ-বিদেশে তাকে সফর করতেই হবে। এক্ষেত্রে সব সময় মাহ্রাম সাথী পাওয়া দুস্কর হবে। এজন্য নারীদের উপর জিহাদও ফরয নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ

لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ غَزْوٌ وَلَاجُمُعَةٌ وَلَا تَشْيِيْعُ جَنَازَةٍ-

অর্থাৎ- "নারীদের উপর জিহাদ ও জুম'আর নামায ফরয নয়। জানাযার পেছনে পেছনে যাওয়ারও হুকুম নেই।"

www.WaytoJannah.Com

গায়ের মাহ্‌রামের সাথে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলার হুকুম

ইসলামের বিধান হচ্ছে, নারীদের গায়ের মাহ্‌রাম পুরুষদের সাথে বিশেষ প্রয়োজনে কথা-বার্তা, লেন-দেন বা তাদের কাছে কিছু চাইতে হলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। নারীদের বেগানা পুরুষদের সামনে শরীরের কোন অঙ্গ প্রদর্শন করা জায়েয নয়।

পবিত্র কোরআনে আছে ঃ

وَاِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ ط ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ – (الاحزاب : ٥٣)

অর্থাৎ "তোমরা তাঁর (নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের) পত্নীগণের কাছে কিছু চাইলে পর্দার আড়াল থেকে চাইবে। এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাঁদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্রতার কারণ।" (সূরা আহযাব ঃ ৫৩)

এই আয়াতের শানে-নুযুলে বিশেষ ঘটনার ভিত্তিতে বর্ণনা এবং বিশেষভাবে নবী-পত্নীগণের উল্লেখ থাকলেও এ বিধান সমগ্র উম্মতের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। বিধানের সারমর্ম এই যে, নারীদের কাছ থেকে ভিন্ন পুরুষদের কোন ব্যবহারিক বস্তু, পাত্র, বস্ত্র ইত্যাদি নেয়া জরুরী হলে সামনে এসে নেবে না; বরং পর্দার অন্তরাল থেকে চাইবে। আরও বলা হয়েছে যে, পর্দার এই বিধান পুরুষ ও নারী উভয়ের অন্তরকে মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র রাখার উদ্দেশ্যে দেয়া হয়েছে।

এখানে প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, এস্থলে রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পুণ্যাত্মা পত্নীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে, যাদের অন্তরকে পাক-সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ্ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে, তারা হলেন রাসূলে করীম (সাঃ)-এর সাহাবায়ে কেরাম, যাদের মধ্যে অনেকের মর্যাদা ফেরেশতাগণেরও উর্ধ্বে।

www.WaytoJannah.Com

কিন্তু এসব বিষয় সত্ত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন ব্যক্তি কে? যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের পবিত্র মন অপেক্ষা এবং নিজের স্ত্রীর মনকে পুণ্যাত্মা নবী পত্নীগণের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? আর এটা মনে করতে পারে যে, নারীদের সাথে তাদের মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবে না?

নারীদের প্রয়োজন ব্যতীত রাস্তাঘাটে বের না হওয়ার তাগিদ

ইসলামের হুকুম-আহকামে এ কথাটি সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয় যে, নারীদেরকে 'গোপনীয় মূল্যবান এক রত্ন' বলে অভিহিত করা হয়েছে। যাকে প্রয়োজন ব্যতীত জনসম্মুখে নিয়ে আসা যুক্তিযুক্ত ও পছন্দনীয় নয়। মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَاِذَا خَرَجَتْ اِسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ -

"নারীরা গোপনীয় বস্তু। যখন সে বাইরে বের হয় তখন শয়তান তার গোপনীয়তা প্রকাশ করতে লেগে যায়।"

হাদীস শরীফের দ্বারা বুঝা যায়, নারীদের রাস্তায় বের হওয়া বিপদজনক। কারণ, তারা রাস্তায় বের হলে শয়তান তাদেরকে হাতের আড়ালে নজর করে দেখতে থাকে এবং শয়তান তাদেরকে টার্গেট বানিয়ে নেয়। এ কারণেই নারীদেরকে পর্দা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ)-এর যুগে মহিলাদের রাতের বেলায় মসজিদে নববীতে এসে নামায পড়তে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। কিন্তু অনুমতির সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছিল ঃ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ

অর্থাৎ- "তাদের বাড়ীই তাদের জন্য উত্তম।"

এর অর্থ হচ্ছে, মহিলাদের মসজিদে নামায পড়ার চেয়ে বাড়ীতে একাকী নামায পড়াই বেশী উত্তম। অথচ পুরুষদের কঠিন কোন ওযর ব্যতিরেকে জামা'আত পরিত্যাগ করা জায়েয নয়। আর মহিলাদের ব্যাপারে আরো বলা হয়েছে ঃ

www.WaytoJannah.Com

صَلاَةُ الْمَرْأَةِ فِيْ بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِيْ حُجْرِهَا وَصَلاَتُهَا فِيْ مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِهَا فِيْ بَيْتِهَا -

"নারীদের নামায কামরায় পড়া উত্তম বাড়ীর আঙ্গিনায় নামায পড়ার চেয়ে। আর ভিতরের কামরায় নামায পড়া বাইরের কামরায় নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।"

এসব হাদীস থেকে এ বিষয়গুলো স্পষ্ট হয় ঃ

(ক) মহিলাদের উপর জুমা ওয়াজিব নয়।

(খ) মহিলাদের মাহ্‌রাম ব্যতীত সফর করা জায়েয নয়।

(গ) মহিলাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

(ঘ) মহিলাদের জন্য জামা'আতের সাথে নামায পড়া ওয়াজিব নয়।

(ঙ) মহিলাদের বাড়ীতে একাকী নামায পড়া বাইরে জামা'আতের সাথে নামায পড়ার চেয়ে উত্তম।

এখন চিন্তা করার বিষয়, ইসলাম যেখানে দ্বীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ রুকন ও প্রতীক থেকে নারীদের অব্যাহতি দিয়েছে। তাদের ব্যাপারে এটা কিভাবে কল্পনা করা যায় যে, দেশ ও জাতির গুরুদায়িত্ব তাদের কাছে ন্যস্ত করে গোটা দেশ তথা বিশ্ববাসীর সামনে তাদেরকে দাঁড় করাবে এবং তাদের সে সমস্ত কাজের দায়িত্ব দিবে যা তাদেরকে ব্যক্তিগতভাবেই দেয়া হয় নি ?

নবী করীম (সাঃ)-এর বরকতময় যুগ থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদা পর্যন্ত বরং খোলাফায়ে রাশেদার পরও শতাব্দীকাল ধরে রাষ্ট্র প্রধান ও উম্মতের গুরুত্বপূর্ণ অনেক রাজনৈতিক নির্বাচনী বিষয় ঘটেছে। এক খলীফার বিদায়ের পর আরেক খলীফা নির্বাচন সংক্রান্ত অনেক ঘটনা সামনে এসেছে। এ সময়ে অগণিত এমন অনেক মহিলা ছিলেন যারা জ্ঞান, মর্যাদা, খোদাভীতি ও প্রজ্ঞার দিক থেকে যথেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী ছিলেন, কিন্তু কখনও কোন মহিলাকে রাষ্ট্র প্রধান করা হয় নি। বরং কোন ছোট খাট

www.WaytoJannah.Com

পদেও কোন মহিলাকে অধিষ্ঠিত করা হয় নি। এতে বুঝা যায় যে, এ বিষয়ে কোরআন ও হাদীসের প্রমাণাদি মুসলমানদের নিকট এত স্পষ্ট ছিল যে, কোন মুসলমানের মনে এ কথা উদয় হয় নি যে, কোন মহিলাকে নেত্রী সাব্যস্ত করা হোক এবং এটা কিভাবে হতে পারে যেখানে ইসলামে এ ধরনের নেতৃত্বের কথা কল্পনাও করা যায় না?

আর একথা চিন্তা করলেই বুঝে আসবে যে, নারীদের কিভাবে নেতৃত্বের আসনে আসীন করা হতে পারে? নারীরা কোন্ যুক্তিতে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান হতে পারে?

* যারা কোন অবস্থায়ই কখনও নামাযের ইমামতি করতে পারে নি।

* যাদের জামা'আতে নামায পড়াটা পছন্দনীয় নয়। যদি কখনও নামাযের জামা'আতে শামিল হয় তাহলে সমস্ত পুরুষদের পেছনে দাঁড়াতে হবে।

* যাদের প্রতি মাসে এমন কয়েকদিন অতিক্রম করতে হয় যখন তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ জায়েয নয়।

* যাদের উপর জুমা ফরয হয় নি।

* যাদের কোন জানাযার সাথে যাওয়া জায়েয নয়।

* যারা মাহ্‌রাম ব্যতীত সফর করতে পারে না।

* যারা একাকী হজ্ব করতে যেতে পারে না।

* যাদের উপর জিহাদ ফরয নয়।

* যাদের সাক্ষীকে অর্ধসাক্ষী হিসাবে গণ্য করা হয়।

* যাদের জন্য প্রয়োজন ব্যতিরেকে ঘরের বাইরে যাওয়া জায়েয নয়।

* যাদের ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করা বিয়ের পূর্বে পিতার উপর এবং বিয়ের পর স্বামীর উপর ওয়াজিব।

* যারা কারো বিয়েতে ওলী (অভিভাবক) হতে পারে না।

* যাদের নিজের বাড়ীতেও কর্তৃত্ব করার পদমর্যাদা পাওয়া যায় নি।

এমনিভাবে ইসলামের অনেক বিধি-বিধান ও অনুষ্ঠান থেকে নারীদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে। এজন্য বিগত ১৪শ বছর থেকে উম্মতের ফকীহ্‌দের নিকট একথা সর্বসম্মত যে, কোন ইসলামী রাষ্ট্রে নেতৃত্বের দায়িত্ব কোন মহিলাকে দেয়া যাবে না।

www.WaytoJannah.Com

পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন ঃ

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ اَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُوْنَةَ اِذْ اَقْبَلَ ابْنُ اُمِّ مَكْتُوْمٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجِبَا مِنْهُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلَيْسَ هُوَ اَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَفَعَمْيَوَانِ اَنْتُمَا اَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ.

অর্থাৎ- উম্মুল মু'মেনীন হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি এবং মাইমূনা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। ইতোমধ্যে অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) সেখানে আসতে লাগলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বললেন, তোমরা তার থেকে পর্দা কর। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি তো অন্ধ, আমাদেরকে দেখতে পাচ্ছেন না। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করলেন, তোমরাও কি অন্ধ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না? (আবু দাউদ ২/৫৬৮)

উক্ত হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, পর্দা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই। কোন পুরুষ যেমন কোন পর নারীর প্রতি তাকাতে পারবে না, কোন নারীও তেমনি কোন পর পুরুষের দিকে তাকাতে পারবে না। এখানে সু-দৃষ্টি আর কু-দৃষ্টিরও কোন পার্থক্য নেই। কারণ, বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাঃ) যেমন একজন পূত-পবিত্র স্বভাবের অধিকারী, পূণ্যবান মহান বুযুর্গ সাহাবী; এমনিভাবে হযরত উম্মে সালামাহ (রাঃ) ও মাইমূনা (রাঃ) উভয়ই হলেন উম্মত-জননী এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবন সঙ্গিনী। তারপরও পর্দা করতে আদেশ করা হয়েছে। তাই সহজেই অনুমেয় যে, পর্দা কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং তা পালন করা কত জরুরী।

www.WaytoJannah.Com

সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ঘটনা

কোন কোন মহল নারী নেত্রীত্ব জায়েয করার জন্য কোরআন শরীফের সূরা আন-নমলে বর্ণিত ঘটনা উল্লেখ করে থাকে। কিন্তু একথা সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কারণ, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত সে ঘটনায় নারী নেত্রীত্ব সাব্যস্ত হয় না। বরং পবিত্র কোরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বিলকীস অমুসলিমদের নেত্রী ছিলেন, যারা সূর্যের পূজা করত। হুদহুদ পাখি হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে যে সংবাদ পরিবেশন করেছে, কোরআন শরীফে তা এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ -

"আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখলাম তারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে।"

এ থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, তিনি সূর্যের পূজারী এক সম্প্রদায়ের রাণী ছিলেন। আর এ কথা স্পষ্ট যে, এক কাফের সম্প্রদায় যদি তাদের নেতা হিসেবে কোন নারীকে গ্রহণ করে যা কোরআন ও সুন্নাতের বক্তব্যের বিপরীত তাহলে তা মুসলমানদের জন্য কিভাবে দলীল হতে পারে? যদি সুলায়মান (আঃ) তাকে তার রাজত্ব ফিরিয়ে দিতেন তাহলে অন্তত একথা সাব্যস্ত হত যে. সুলায়মান (আঃ)- এর শরীয়তে নারী নেত্রীত্ব জায়েয ছিল। কিন্তু এর বাস্তব অবস্থা হল সম্পূর্ণ ভিন্ন। হযরত সুলায়মান (আঃ) তাকে তার রাজত্ব অর্পণ করেন নি। বরং তিনি তাকে যে পত্র পেরণ করেছিলেন তা কোরআন শরীফে এভাবে বিবৃত হয়েছে ঃ

اَلاَّ تَعْلُوْا عَلَىَّ وَأْتُوْنِىْ مُسْلِمِيْنَ -

"তুমি আমার মোকাবেলায় শক্তি প্রদর্শন করো না এবং বশ্যতা স্বী করে আমার কাছে উপস্থিত হও।"

www.WaytoJannah.Com

এ শব্দগুলো পরিস্কার বলে দিচ্ছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) তাকে শুধু রাজ্য সমর্পণ করতেই বলেন নি, বরং তাকেও অনুগত হয়ে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন। আর এতেই শেষ নয়। তিনি তার প্রেরিত উপঢৌকনও ফেরত পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। অবস্থা এমন ছিল যে,তখন দু'সরকারের মাঝে সন্ধির একটা সাধারণ কথা-বার্তাও চলছিল। কোরআন মজীদ এও বলেছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) তার সিংহাসনকে উঠিয়ে আনতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং তার আকৃতি পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। এমনকি যখন সম্রাজ্ঞী বিলকীস সুলায়মান (আঃ)-এর দরবারে আসলেন তখন পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী তিনি বলেছিলেন ঃ

قَالَتْ رَبِّ اِنِّىْ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ -

"বিলকীস বলল, হে আমার পালনকর্তা, আমি আমার আত্মার উপর জুলুম করেছি এবং আমি সুলায়মানের সাথে সারা জাহানের প্রতিপালক আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করলাম।"

এ হচ্ছে সেই ঘটনা যা পবিত্র কোরআন বর্ণনা করেছে। আর এর মাধ্যমেই সম্রাজ্ঞী বিলকীসের কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যে ব্যক্তিই কোরআনের এ ঘটনা দেখবে সে-ই এর ফলাফল পর্যন্তই শুধু পৌঁছবে না বরং দেখবে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) বিলকীসকে তো তার রাজত্ব ফেরত দেন নি, বরং তাকে অনুগত হয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন এবং পরিশেষে তার রাজত্বের অবসান ঘটান। আর সম্রাজ্ঞী বিলকীস স্বয়ং উপস্থিত হয়ে সুলায়মান (আঃ)-এর নিকট আনুগত্যের ঘোষণা দেন।

এ ঘটনায় এমন কোন দূরতম সম্পর্ক নেই যে, কেউ এ সন্দেহ পোষণ করতে পারে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) সে রাজ্যকে বহাল তবিয়তে রেখে দিয়ে তা তাকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

www.WaytoJannah.Com

কোন কোন ব্যক্তি কতিপয় ইসরাঈলী বর্ণনা উল্লেখ করে বলেন যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) তাকে বিয়ে করে ইয়ামানে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু এসব বর্ণনা গ্রহণযোগ্য নয়। কোন সঠিক বর্ণনা মতে এটি সাব্যস্ত হয় নি। এ ব্যাপারে ঐতিহাসিক বর্ণনাও পরস্পর বিরোধী। কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, হযরত সুলায়মান (আঃ) তাকে বিয়ে করে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। কিছু কিছু বর্ণনায় এসেছে, তিনি তাকে সিরিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আবার কিছু বর্ণনায় রয়েছে যে, হামদানের বাদশাহর সাথে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। আল্লামা কুরতুবী (রহঃ) এ সকল অনির্ভরযোগ্য বর্ণনা উল্লেখ করার পর লিখেছেন, "এ ব্যাপারে কোন সহীহ্ বর্ণনা পাওয়া যায় নি যে, তিনি তাকে বিয়ে করিছিলেন বা অন্য কারো সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন।"

যখন সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ইসলাম গ্রহণ পরবর্তী ঘটনা কোন সঠিক বর্ণনা মতে সাব্যস্ত হয় না, তাহলে সহজ-সরল পথ হল সেটাই যে, কোরআন শরীফে যতটুকু ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে তার উপরই ঈমান আনতে হবে। আর এটি স্পষ্ট যে, এতে রাণী বিলকীসের রাজত্ব বহাল থাকার কথা নেই, বরং তিনি অনুগত হয়েছেন এ কথা বর্ণিত হয়েছে। ইসলাম গ্রহণের পর তার নেতৃত্বের কথাও উল্লেখ করা হয় নি। এ জন্য এ ঘটনায় নারী নেত্রীত্ব জায়েয হবার সামান্যতম প্রমাণও নেই।

www.WaytoJannah.Com

মহিলা নেত্রীত্বের মাস্‌আলা

পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফের স্পষ্ট নির্দেশনার উপর ভিত্তি করে ১৪শ' বছর থেকে ফোকাহায়ে কেরাম তথা ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদগণের নিকট একথা সর্বসমর্থিত ও গ্রহণীয় হয়ে আসছে যে, কোন ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব কোন মহিলাকে দেয়া যাবে না। আল্লামা ইব্‌নে হাযম (রহঃ) 'মারাতিবুল ইজমা'-নামক একটি কিতাব লিখেছেন। এতে তিনি এ বিষয়টি উল্লেখ করে মন্তব্য করেছেন যে,

وَاتَّفَقُوْا اَنَّ الاِمَامَةَ لاَتَجُوْزُ لِاِمْرَأَةٍ -

'উলামাগণ সকলেই ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, নেতৃত্ব মহিলাদের জন্য জায়েয নয়।'

সূরা আল- আহযাবে নারীদের যে ক্ষেত্র বর্ণনা করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা নবী করীম (সাঃ) এক হাদীসে এভাবে করেছেন ঃ

وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلٰى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِىَ مَسْئُوْلَةٌ عَنْهُمْ -

"নারী তার স্বামীর ঘরের লোকজন ও তার সন্তানদের উপর দায়িত্বশীল এবং সে তাদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে।"

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, মহিলাদের দায়িত্ব হল বাড়ীর ব্যাপার দেখা-শুনা করা, সন্তানদের তরবিয়ত ও খাওয়া দাওয়ার আঞ্জাম দেয়া। তাকে বাড়ীর বাইরের কোন ব্যাপারেই দায়িত্ব দেয়া হয় নি। ইসলামে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব এবং নামাযের ইমামতি এ দুটি বিষয় এদিক থেকে একে অপরের জন্য অপরিহার্য যে, রাষ্ট্রের নেতৃত্বকেও ইসলামী পরিভাষায় 'ইমামত' বলা হয়ে থাকে। ইমাম শব্দটি যেমন নামায পড়ানোর জন্য

www.WaytoJannah.Com

ব্যবহার করা হয় তেমনিভাবে সরকারের দায়িত্বশীলকেও ইমাম বলা হয়। কোরআন ও হাদীসে অনেক স্থানে সরকারের দায়িত্বশীলকে এ শব্দে ব্যক্ত করা হয়েছে। ফোকাহায়ে কেরাম 'ইমামত' এর এ দুটি অর্থের মাঝে এভাবে পার্থক্য করেছেন যে, ইমামতে সুগরা (ছোট নেতৃত্ব) নামাযের ইমামতির জন্য আর রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও দায়িত্বকে ইমামতে কুবরা (বড় নেতৃত্ব) বলে অভিহিত করেছেন। আর একথা শতসিদ্ধ যে, মহিলারা পুরুষদের ইমামতি করতে পারবে না। যখন আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে ছোট নেতৃত্বের দায়িত্বই দেন নি তখন কিভাবে তাদেরকে বড় নেতৃত্ব দেয়া যেতে পারে?

আল্লামা আবুল হাসান মাওয়ারদী (রহঃ) -এর 'আল-আহকামুস্ সুলতানিয়া' নামক গ্রন্থকে ইসলামী রাজনীতিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। তাতে তিনি নারীদেরকে বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয় দেয়াও জায়েয বলেন নি। তিনি মন্ত্রণালয়কে ২ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ পলিসি গ্রহণ মন্ত্রণালয়, যাতে নীতি নির্ধারণ করা হয়। (وزارة تفويض) অর্থাৎ- যাতে কোন ব্যাপারে পলিসি গ্রহণ করা হয়। আর দ্বিতীয়টি হল বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় (وزارة تنفيذ)। এতে পলিসি নির্ধারণ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত নীতি বাস্তবায়ন করা হয়। তিনি বলেছেন, বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়ের কাজের ক্ষেত্রে যোগ্যতার শর্তাবলী কিছু কম রয়েছে নীতি নির্ধারণী মন্ত্রণালয়ের তুলনায়। তা সত্ত্বেও তিনি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় নারীদের হাতে ন্যস্ত করা জায়েয বলেন নি।

তিনি লিখেছেন ঃ 'বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়-এর হুকুম দুর্বল ও শর্তাবলীও কম, এটির দায়িত্ব পালনও নারীর জন্য জায়েয নয়।'

কোরআন ও সুন্নাহর উপরোল্লিখিত দলীলসমূহের কারণে উম্মতের

www.WaytoJannah.Com

উলামাগণের ঐকমত্য রয়েছে যে, ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব কোন মহিলার উপর ন্যস্ত করা যাবে না। আর 'ইজমায়ে উম্মত' তথা উম্মতের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া শরীয়তের একটি স্বতন্ত্র দলীল।

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে শুরু করে খোলাফায়ে রাশেদীন পর্যন্ত বরং তাদের পরেও শতাব্দীকাল পর্যন্ত এ আমল মুতাওয়াতির (লাগাতার) চলে আসছিল যে, রাষ্ট্র প্রধান উপস্থিত থাকলে তিনিই নামাযের ইমামতি করতেন। সমস্ত ফকীহ্‌গণ এ ব্যাপারে একমত যে, নামাযের ইমামতির প্রথম হকদার হলেন যাকে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব পালন করতে হবে সে ব্যক্তি। যখন নবী করীম (সাঃ) মৃত্যুর পূর্বে অসুস্থতার কারণে মসজিদে আসতে অপারগ হয়ে যান তখন তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) কে তাঁর জায়গায় ইমামতি করতে বলেন। আর এ থেকে সাহাবায়ে কেরাম একথাই উপলব্ধি করেছেন যে, তাকে 'ইমামতে সুগরা' (ছোট নেতৃত্ব) অর্পণ করে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাঁর [মহানবী (সাঃ)] পরে 'ইমামতে কুবরা' অর্থাৎ রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের জন্যও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাঃ) সবচেয়ে উপযুক্ত।

www.WaytoJannah.Com

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) ও জামাল যুদ্ধ

কেউ কেউ নারী নেত্রীত্ব জায়েয হওয়ার পক্ষে জঙ্গে জামাল (উষ্ট্রীর যুদ্ধ) এর ঘটনা বর্ণনা করে থাকে। যেহেতু জামাল যুদ্ধে হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) হযরত আলীর (রাঃ) বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে হযরত আয়েশা (রাঃ) কখনো খিলাফত বা রাষ্ট্রীয় নেতৃত্বের দাবী করেন নি। তাঁর পক্ষের কারো খেয়ালেও একথা আসেনি যে, তাঁকে খলীফা বানানো হবে। বরং তাদের দাবী এই ছিল যে, হযরত ওসমান (রাঃ) এর হত্যাকারীদের বিচার পবিত্র কোরআনের বিধান অনুযায়ী করতে হবে। হযরত ওসমানের (রাঃ) শাহাদতের সময় নবীপত্মীগণ হজ্ব আদায়ের জন্যে মক্কা শরীফে এসেছিলেন। শাহাদতের সংবাদ শুনে সকলেই মদীনা শরীফে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু কিছু সাহাবায়ে কেরামের বুঝানোর ফলে হযরত আয়েশা (রাঃ) বসরা রওয়ানা হয়ে যান। অবশ্য তিনি ছাড়া অন্যান্য নবীপত্মীগণ মদীনা শরীফে ফিরে যান। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ)-এর যুদ্ধ করা উদ্দেশ্য ছিল না। যখন তিনি বসরা যাচ্ছিলেন, তখন রাত্রিবেলা এক জায়গায় কুকুরের ডাক শুনে হযরত আয়েশা (রাঃ) লোকজনকে জিজ্ঞেস করেন এ স্থানটির নাম কি? সবাই বললেন, 'হু-আব'। নাম শুনে তিনি চমকে উঠেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি হাদীসের কথা তাঁর স্মরণ হয়ে যায়। নবী করীম (সাঃ) উম্মুল মু'মেনীনদের লক্ষ্য করে একদিন বলেছিলেন ঃ

كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب .

"তোমাদের একজনের অবস্থা সে সময় কেমন হবে, যখন তার প্রতি 'হু-আবের' কুকুর ঘেউ ঘেউ করবে?"

হযরত আয়েশা (রাঃ) একথা শুনে সামনে অগ্রসর হতে অস্বীকার করলেন। একদিন একরাত সেখানেই অবস্থান করলেন। অনেকে বুঝালেন,

www.WaytoJannah.Com

বসরা চলুন। আপনার মাধ্যমে মুসলমানদের দু'টি গ্রুপে মীমাংসা হবে। কেউ কেউ বললেন, এ স্থান 'হু-আব' নয়। অতঃপর তিনি বসরা পৌঁছলেন। বসরা পৌঁছে তাঁর আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি প্রশ্নের জবাবে বললেন, "বৎস, আমি লোকদের মাঝে সন্ধি করিয়ে দিতে এসেছি।" এতদ্‌সত্ত্বেও যুদ্ধ হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম ও নবীপত্নীগণ তাঁর এই পদক্ষেপকে পছন্দ করেন নি। তাঁরা তাঁর কাছে চিঠি লিখলেন। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) এ ব্যাপারে এক হৃদয়গ্রাহী পত্র লিখে পাঠানঃ

পত্রটির ভাষা এ রকম ছিল ঃ

من أم سلمة زوج النبى صلى الله عليه وسلم الى عائشة أم المؤمنين فإنى أحمد الله إليك الذى لا اله إلا هو . أما بعد ، إنك سدة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمته ، حجاب مضروب على حرمته، قد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه ، وسكر خفارتك فلا تبتذليها ، فالله من وراء هذه الأمة . لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النساء يحتملن الجهاد عهد اليك . أما علمت أنه قد نهاك عن الفراطة فى البلاد، فان عمود الدين لا يثبت بالنساء ان مال، ولا يرأب بهن ان انصدع ؟ جهاد النساء غض الأطراف ، وضم الذيول ، وقصر الموادة ، ما كنت قائلة لرسول الله صلى البله عليه وسلم لو عارضك ببعض هذه

www.WaytoJannah.Com

الفلوات ناصة قعوداً من منهل الى منهل؟ وغداً تردين على رسول الله صلى الله عليه وسلم . واقسم لو قيل لى : يا أم سلمة ادخلى الجنة لاستحييت أن ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم هاتكة حجابا ضربه علىّ . فاجعليه ستركِ ، وقاعة البيت حصنك ، فإنك أنصح ماتكونين لهذه الأمة ما قعدت عن نصرتهم". (العقد الفريد ، ص ٣١٦-٣١٧، ج ٤، مكتبة النهضة المصرية ، القاهرة-١٩٦٢م)

হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) পক্ষ থেকে উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর প্রতি-

"আমি সেই মহান আল্লাহর প্রশংসা করছি, যিনি ব্যতীত আর কোন মাবূদ নেই। .... আপনি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর উম্মতদের মাঝে একটি দ্বার স্বরূপ। আপনি এমন এক পর্দা, যা নবী করীম (সাঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদার উপর টাঙ্গানো হয়েছে। কোরআন আপনার পরিধিকে সংকুচিত করেছে, আপনি তা সম্প্রসারিত করবেন না। কোরআন আপনার সম্মানের হেফাজত করেছে। যদি রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) জানতেন যে, নারীদের উপরও জিহাদের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে, তবে তিনি আপনাকে এ সম্পর্কে ওসিয়্যত করতেন। আপনার কি জানা নেই যে, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনাকে বিভিন্ন শহরে অগ্রসর হতে নিষেধ করেছিলেন? কেননা, ইসলামের খুঁটিগুলো কম্পমান হতে থাকলে নারীদের দ্বারা সেগুলো স্থির হতে পারে না। যদি তাতে ফাটল ধরতে থাকে, তবে নারীদের দ্বারা তা ভরাট করা সম্ভব নয়। নারীদের জেহাদ হলো- দৃষ্টি অবনত রাখা, নিজেকে সংযত রাখা, ছোট কদমে চলা। আপনি যেসব মরু-প্রান্তরে এক ঘাঁটি হতে অন্য ঘাঁটির দিকে

www.WaytoJannah.Com

আপন উষ্ট্রীকে দৌড়াচ্ছেন, যদি সেখানে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আপনার সামনে এসে পড়তেন, তবে আপনি তাঁকে কি জবাব দিতেন? কাল আপনাকে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর নিকট যেতে হবে। আমি কসম খেয়ে বলছি, যদি আমাকে বলা হয়, হে উম্মে সালামা! বেহেশতে চলে যাও, তবুও যে পর্দা আমার উপর তিনি আরোপ করে গিয়েছিলেন, তা ছিন্ন-ভিন্ন করে তাঁর সামনে যেতে আমি লজ্জাবোধ করবো। সুতরাং আপনি একে আপনার পর্দা বানান। আপনার ঘরের চৌহদ্দীকে নিজের দুর্গ মনে করুন। কেননা, যতদিন আপনি স্বগৃহে থাকবেন, ততদিন এ উম্মতের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী হবেন।"

হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) লেখা এ পত্রের প্রতিটি শব্দ হতে ইসলাম কর্তৃক নারীদেরকে দেয়া সম্মান ও পবিত্রতা ফুটে উঠেছে এবং তাদের সমস্ত দুনিয়াবী কর্তব্য এবং রাজনৈতিক অবস্থা বর্ণিত হয়েছে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত উম্মে সালামার (রাঃ) কোন কথা অস্বীকার করেন নি। বরং তাঁর উপদেশকে নীতিগতভাবে গ্রহণ করেন এবং একথা বলে তাঁর এ উপদেশের প্রতি সম্মান জানান যে, "আমি আপনার উপদেশকে খুব ভালভাবেই গ্রহণ করেছি এবং আপনার সৎ উপদেশ পেয়ে উপকৃত হলাম।"

তিনি নিজ অবস্থান বর্ণনা করে বলেন, সে অবস্থানই উত্তম অবস্থান যাতে বিবাদমান মুসলমানদের দু'টো দলের মাঝে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারি।

এর দ্বারা এ কথা পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে যে, তাঁর কোন রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব গ্রহণ করার ইচ্ছা ছিল না। আর না ছিল জিহাদের লক্ষ্য বা রাজনৈতিক নেতৃত্বের বাসনা। বরং তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের দু'টো বিবাদমান দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে দেয়া। এ জন্যই তিনি বলেন ঃ

'যদি আমি বসে যাই কোন অসুবিধা নেই। আর যদি সম্মুখে অগ্রসর হই তাহলে আরো বেশী কিছু কল্যাণকর করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই।'

www.WaytoJannah.Com

এত সতর্কতা সত্ত্বেও সময়টি ছিল ফিতনার সময়। শত্রুরা অত্যন্ত সংগোপনে কাজ করছিল । তাদের একটি উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলমানদের মাঝে যুদ্ধ বিগ্রহ লাগিয়ে দেয়া। তাই আল্লাহর নির্ধারিত ঘটনা ঘটে চলল। উষ্ট্রীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেল এবং হযরত আয়েশা (রাঃ) যে অবস্থানে গিয়ে পৌঁছেন, সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করা সম্ভব হয় নি। হযরত উম্মে সালামা (রাঃ) ছাড়াও আরো অনেক সাহাবী তাঁকে বাড়ী হতে বের হয়ে এসব কর্মেকাণ্ডে জড়িত হতে বাধা দেন। হযরত যায়েদ বিন সাওহান (রাঃ) হযরত আয়েশাকে (রাঃ) এ বলে একটি পত্র লিখেন ঃ

"সালাম বাদ। অতপর আপনাকে এক কাজের জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছে, আর আমাদেরকে অন্য কাজের জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপনাকে আদেশ করা হয়েছে ঘরের মাঝে অবস্থান করার জন্য এবং আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে লোকদের সাথে লড়াই করার জন্য যেন পৃথিবীতে কোন ফিতনা না থাকে। আপনি সে কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন যা আপনাকে আদিষ্ট করা হয়েছিল এবং আমাদেরকে বাধা দিচ্ছিলেন সে কাজে যা করতে আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আপনার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।"

কথা এখানেই শেষ হয়নি। হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর এ কাজের জন্য অত্যন্ত লজ্জিত হন এবং মর্মাহত হয়ে আফসোস করতে থাকেন। হাফেয শামসুদ্দীন যাহাবী (রহঃ) লিখেন ঃ

وَلَا رَيْبَ اَنَّ عَائِشَةَ نَدِمَتْ نَدَامَةً كُلِّيَّةً عَلٰى سَيْرِهَا اِلَى الْبَصْرَةِ وَحُضُوْرِهَا يَوْمَ الْجَمَلِ وَمَا ظَنَّتْ أَنَّ الْاَمْرَ يَبْلُغُ مَا بَلَغَ -

'এতে কোন সন্দেহই নেই যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) তাঁর বসরা গমনের জন্য এবং জঙ্গে জামালের দিন উপস্থিত থাকার জন্য খুবই লজ্জিত

www.WaytoJannah.Com

ও মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি যে, ঘটনা এতদূর গড়াবে।' (সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, খ. ২, পৃ.১৭৭)

ইমাম ইবনে আব্দুল বার (রহঃ) তাঁর সূত্রে এ বর্ণনা উল্লেখ করেছেন যে, একবার হযরত আয়েশা (রাঃ) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমরকে (রাঃ) বলেছিলেন, আপনারা আমাকে এ সফরে যেতে বাধা দেন নি কেন? হযরত ইবনে উমর (রাঃ) বলেন, আমি দেখলাম আপনার এক সঙ্গী [অর্থাৎ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে জুবাইর (রাঃ)] আপনার মতকে প্রভাবিত করে ফেলেছেন। হযরত আয়েশা (রাঃ) জবাবে বলেন, আল্লাহর শপথ! যদি আপনারা আমাকে বাধা দিতেন তাহলে আমি বের হতাম না। (নাসবুর রায়া, খ. ৪, পৃ. ৭০)

হযরত আয়েশা (রাঃ) এর উষ্ট্রীর যুদ্ধ ও এর জন্য সফরে বের হবার ব্যাপারে মর্মাহত হবার আলামত এ ছিল যে, যখন তিনি কোরআন শরীফ পড়তে পড়তে সূরা আহযাবের এ আয়াতে পৌঁছতেন যাতে নবী পত্নীদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ وَقَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ "তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করতে থাক।" তখন তিনি এমন কান্নাকাটি করতেন যে, তাঁর চোখের পানিতে গায়ের চাদর ভিজে যেত। (তাবাকাতু ইবনে সা'দ, খ. ৮, পৃ. ৮০)

তাঁর লজ্জিত হবার চূড়ান্ত পর্যায় এ ছিল যে, তিনি প্রথম দিকে ইচ্ছা করেছিলেন যে, তার কামরায় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর পাশে যেন তাঁকে দাফন করা হয়। কিন্তু জঙ্গে জামালের পর তিনি এ ইচ্ছা ত্যাগ করেন। কায়েস ইবনে আবু হাযেম বর্ণনা করেন ঃ আয়েশা (রাঃ) বলেন যে, তিনি নিজের ব্যাপারে বলতেন, আমি ইচ্ছা করেছিলাম রাসূল (সাঃ) ও আবু বকরের (রাঃ) পাশে আমার কামরায় দাফন হব। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইন্তেকালের পর এমন কাজ করেছি যার ফলে আমাকে রাসূলের (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রীগণের সাথে দাফন করবে। যার ফলশ্রুতিতে তাঁকে

www.WaytoJannah.Com

'জান্নাতুল বাকী' কবরস্থানে দাফন করা হয়। (হাকেম, খ. ৪, পৃ. ৬)

হাফেয যাহাবী তাঁর এ কথার ব্যাখ্যা করে বলেন, এমন কাজ করেছি বলতে তিনি জঙ্গে জামালে গমনের কথা বুঝিয়েছেন। তিনি এর জন্য চরম লজ্জিত হয়ে পড়েন এবং এ জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করেন।

প্রকৃত পক্ষে তিনি এটা করেছিলেন সৎ উদ্দেশ্য নিয়েই কল্যাণকর কিছু করার উদ্দেশ্যেই। (সিয়ারু আলামিন নুবালা, খ. ২, পৃ. ১৯৩)

এসব ঘটনাবলী হতে স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হযরত আয়েশা (রাঃ) কখনও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের আকাংখা করেন নি বা অন্য কেউ তাঁকে রাষ্ট্রপ্রধান বানাবার খেয়াল করে নি কিংবা তাঁর যুদ্ধ পরিচালনার কোন উদ্দেশ্যও ছিল না। তিনি শুধুমাত্র কোরআনের এক নির্দেশের বাস্তবায়ন এবং মুসলমানদের মাঝে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। শত্রুরা শেষ পর্যন্ত তাঁর এ সফরকে যুদ্ধে রূপান্তরিত করে ফেলে। যেহেতু তাঁর মিশন এক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ছিল, এ জন্য সাহাবায়ে কেরাম তা পছন্দ করেন নি। তিনি নিজেও এ জন্য চরম লজ্জিত ও মর্মাহত হন। এমনকি তিনি লজ্জার কারণে রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পাশে কবরস্থ হতে পছন্দ করেন নি।

এখন আপনারাই ফায়সালা করুন, যখন উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) নিজেই নিজের গমনকে সর্বশেষে ভুল বলে মনে করেছেন এবং এ জন্য কান্নাকাটিও করেছেন। এমনকি এ জন্য তিনি রাসূল (সাঃ) এর পাশে কবরস্থ হতে লজ্জাবোধ করেন। এ থেকে কিভাবে নারী নেত্রীত্ব জায়েয হবার দলীল সাব্যস্ত হতে পারে?

www.WaytoJannah.Com

বেগানা মহিলার সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা ঈমানী দূর্বলতার লক্ষণ

মহান রাব্বুল আলামীনের শাশ্বত বিধান এই যে, তিনি পৃথিবীতে যত প্রাণী সৃষ্টি করেছেন, জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর প্রত্যেক প্রাণীকে তার বিপরীত প্রজাতির প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার স্বভাব দান করেছেন। এ হিসেবে পুরুষের প্রতি নারীর এবং নারীর প্রতি পুরুষের বিশেষ আকর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। এ জন্য ইসলামে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। আর পুরুষদেরকে বেগানা মহিলাদের সাথে এবং মহিলাদেরকে বেগানা পুরুষদের সাথে হাসি-খুশী কথাবার্তা, একসঙ্গে বেপর্দা চলাফেরা করতে নিষেধ করা হয়েছে। তাছাড়া হায়া (লজ্জা-শরম)- কে ঈমানের অঙ্গ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে আছে ঃ

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْحَيَاءُ مِنَ الايْمَانِ وَالايْمَانُ فِى الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ مِنَ الْجَفَاءِ وَالْجَفَاءُ فِى النَّارِ – (رواه احمد والترمذى)

অর্থাৎ- হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হায়া (লজ্জা-শরম) ঈমানের একটি শাখা (অথবা ঈমানের ফল), আর ঈমানের স্থান বেহেশতে। লজ্জাহীনতা পাপ তথা গুনাহের কাজের অন্তর্ভূক্ত, আর পাপ দোযখে নিয়ে যাবে।"

অন্য হাদীসে আছে ঃ

عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

www.WaytoJannah.Com

اِنَّ الْحَيَاءَ وَالاِيْمَانَ قُرِنَاءُ جَمِيْعًا فَاِذَا رُفِعَ اَحَدُهُمَا رُفِعَ الاٰخَرُ - (رواه البيهقى فى شعب الايمان)

অর্থাৎ- হযরত ইবনে উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "হায়া (লজ্জা-শরম) এবং ঈমান এ দু'টো সবসময় একসঙ্গে থাকে। যখন এ দু'টোর মধ্যে কোন একটি উঠিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হয়।"

এ হাদীস শরীফের দ্বারা বুঝা যায়, ঈমান এবং হায়ার মধ্যে এমন গভীর সম্পর্ক রয়েছে যে, যদি কোন ব্যক্তি বা কোন জাতির মধ্য থেকে এ দু'টোর কোন একটি লোপ পেয়ে যায় তাহলে অপরটিও লোপ পেয়ে যাবে। অর্থাৎ হায়া না থাকলে ঈমান থাকতে পারে না। এতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, বেগানা মহিলার সাথে হাসিমুখে কথাবার্তা বলা, একাকী কিংবা জামাতবদ্ধভাবে বেগানা মহিলার সাথে সাক্ষাৎ করা ঈমানী দূর্বলতার লক্ষণ।

নারীদের রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান না করার ব্যাপারে উম্মতের ঐকমত্য

উলামায়ে উম্মত এ বিষয়ে ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্ত হলো পুরুষ হওয়া। কারণ, মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন ঃ

"مَا اَفْلَحَ قَوْمٌ اَسْنَدُوْا اَمْرَهُمْ اِلٰى اِمْرَأَةٍ"-

"সে জাতি মুক্তি পাবে না, যে জাতি তাদের দায়িত্ব অর্পণ করেছে নারীর হাতে।"

ইমামুল হারামাইন আল্লামা জুআইনী (রহঃ) ইসলামী রাজনীতির উপর খুবই গুরুত্বপূর্ণ এক বিরাট গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার নাম 'গিয়াসুল উমাম'। তিনি তাতে রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার জন্য শর্তাবলী লিখেছেন যে, 'এর

www.WaytoJannah.Com

জন্য অত্যাবশ্যকীয় শর্তাবলী হলো পুরুষ হওয়া, স্বাধীন হওয়া, জ্ঞানের পরিপক্কতা ও প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া।'

ইমামুল হারামাইন তাঁর অন্য একটি গ্রন্থে বলেন ঃ উলামাগণ ঐকমত্য পোষণ করেন যে, মহিলারা ইমাম হতে পারবে না।

ইমাম কালকাশন্দী (রহঃ)-কে ইসলামের ইতিহাস, রাজনীতি ও সাহিত্যের বড় পন্ডিত বলে গণ্য করা হয়ে থাকে। তিনি ইসলামী রাজনীতির মৌলিক বিষয়ে যে গ্রন্থ রচনা করেন তাতে তিনি রাষ্ট্রপ্রধান হবার যোগ্যতার জন্য চৌদ্দটি গুণাবলী উল্লেখ করেছেন।

এর প্রথম শর্ত পুরুষ হওয়া- এর অর্থ হল ইমামকে পুরুষদের সাথে অবশ্যই মিশতে হবে, তাদের সাথে পরামর্শ করতে হবে। মহিলাদেরকে এ ব্যাপারে নিষেধ করা হয়েছে। পুরুষ না হলে এসব কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া মহিলাদের কর্মকান্ডে অপূর্ণতা রয়েছে।

ইমাম বগভী (রহঃ) পঞ্চম শতকের প্রসিদ্ধ মুফাস্‌সির, মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। তিনি লিখেছেন ঃ এ ব্যাপারে উম্মতের মাঝে ঐকমত্য হয়েছে যে, কোন মহিলা ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান হতে পারবে না। কেননা, নেতাকে বাইরে বের হতে হবে জিহাদ প্রতিষ্ঠার জন্য, মুসলমানদের বিভিন্ন কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য

www.WaytoJannah.Com

হযরত থানবী (রহঃ) -এর একটি বক্তব্য

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) এর একটি বক্তব্যকে কিছু লোক নারী নেত্রীত্ব জায়েয হবার জন্য উদাহরণ হিসেবে পেশ করার চেষ্টা করে থাকে। সে বক্তব্যটি ইমদাদুল ফত্ওয়া গ্রন্থে ছাপা হয়েছে। এতে হযরত থানবী (রহঃ) "সে জাতি মুক্তি পাবে না যারা তাদের কর্তৃত্ব নারীর হাতে অর্পণ করেছে"-এ হাদীসটির ব্যাপারে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রজাতন্ত্রের সরকার এই শাস্তির আওতায় পড়ে না।

কিন্তু হাকীমুল উম্মত থানবী (রহঃ)-এর এ লেখার মর্ম বুঝার আগে এটা জানা অত্যন্ত জরুরী যে, তিনিও উম্মতের সমস্ত উলামাদের মত এ কথার প্রবক্তা যে, মহিলাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বানানো জায়েয নয়। ইমদাদুল ফত্ওয়ার মধ্যেই তিনি নিজে একথা লিখেছেন, 'হযরতুল ফোকাহা ইমামতে কুবরায় (রাষ্ট্রের কর্তৃত্বে) পুরুষ হওয়া শর্ত এবং বিচারের ক্ষেত্রে শর্ত নয় বলেছেন।

হযরত থানবী (রহঃ) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে নিজেই এ মাসআলায় পরিষ্কারভাবে বলেন, আমাদের শরীয়তে মহিলাদেরকে বাদশা বানানোর ব্যাপারে বিধি-নিষেধ রয়েছে। এ জন্য সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ঘটনায় কেউ যেন সন্দেহ না করে। কেননা, প্রথমত তা ছিল মুশরিকদের কাজ, দ্বিতীয়ত হযরত সুলায়মান (আঃ)-এর শরীয়তে যদি তা জায়েযও হয় কিন্তু শরীয়তে মুহাম্মদীতে তার উল্টো হওয়ায় তা দলীল হতে পারে না।

হযরত থানবী (রহঃ) আহকামুল কোরআনের যে অংশটি হযরত মাওলানা মুফতী শফী (রহঃ)-এর দ্বারা লিখিয়েছেন, তাতেও সম্রাজ্ঞী বিলকীসের ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন এবং হযরত থানবী সাহেবের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে এই প্রমাণ গ্রহণ করাকে খন্ডন করেছেন যে, কোরআন শরীফ বিলকীসের ঘটনা বর্ণনা করে এর উপর কোন মন্তব্য করে নি।

হযরত থানবী (রহঃ) এর এসব বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, তিনিও উম্মতের

www.WaytoJannah.Com

উলামাদের মত এ কথার প্রবক্তা যে, মহিলাদেরকে ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান বানানো যাবে না। এখন প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কোথাও যদি শরীয়তের হুকুমের বিপরীত আইন চালু থাকে এবং তথায় মহিলাদেরকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো হয় তাহলে সেখানকার লোকদের ব্যাপারে এ শাস্তির আশংকা রয়েছে কিনা যা এ হাদীসে বলা হয়েছে, "সে জাতি মুক্তি পাবে না যারা তাদের নেতৃত্ব নারীর হাতে অর্পণ করেছে"। এর জবাবে হযরত থানবী (রহঃ) বলেন, যদি কোন রাষ্ট্র পরিপূর্ণ ও ব্যাপক হয়, যেমন কোন ব্যক্তির রাজ্য (যেমন ইসলামী খেলাফত এবং এর প্রধান কোন মহিলাকে করা হয়) তাহলে এতে কোনই সন্দেহ নেই যে, তা এ হাদীসের শাস্তির আওতায় পড়বে। কিন্তু রাষ্ট্র যদি প্রজাতন্ত্রের ধরনের হয় তাহলে 'মুক্তি পাবে না' এ শাস্তির কথা প্রযোজ্য হবে না। এ জন্যই থানবী (রহঃ) বলেন, প্রজাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে পরামর্শ ভিত্তিক এবং মহিলারা পরামর্শ দেয়ার উপযুক্ত। অর্থাৎ মহিলারা নেপথ্যে নেত্রী থাকতে পারেন, কিন্তু প্রকাশ্যে নয়।

এ থেকে পরিস্কারভাবে ফুটে উঠে যে, তিনি মহিলাদের "প্রকৃত রাষ্ট্রের" প্রধান বানানো শুধু নাজায়েযই বলেন নি বরং বলেছেন যে, এটা মুক্তি ও সফল না হওয়ার কারণ। এ জন্য মূল বিষয়ে তাঁর অবস্থান হল মহিলা রাষ্ট্র প্রধান হতে পারবে না। যদি রাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রের ধরনের হয় যা পরামর্শ ভিত্তিক, তবে তিনি তাকে প্রকৃত অর্থে রাষ্ট্রই মনে করেন না।

এ জন্যই হযরত থানবী (রহঃ) এর কথার সারমর্ম হলো, প্রজাতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রই নয় বরং তা পরামর্শ ভিত্তিক পরিচালনা কাঠামো এবং এ প্রশ্ন শরয়ী বিধানের নয় বরং বাস্তব ঘটনার। হযরত থানবী (রহঃ) প্রজাতন্ত্রের ব্যাপারে এটাই বুঝেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব নয় বরং সংসদের একজন সদস্য হিসেবে শুধু পরামর্শ প্রদানের ক্ষমতা রাখে। এ জন্যই তিনি লিখেন, কোন মহিলাকে প্রজাতন্ত্রের প্রধান করলে সে প্রকৃতপক্ষে বাহ্যিক অভিভাবক হয়, সে বাস্তবে একজন পরামর্শদাতা আর প্রকৃত অভিভাকত্ব সম্মিলিতভাবে পরামর্শ দাতাগণের।

এ কথা থেকে আরেকবার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠে যে, তিনি নারীদের রাষ্ট্রপ্রধান না করার এবং এতে 'মুক্তি না পাবার' বিষয়টি মেনে নিয়েছেন এবং এ মাসআলায় কোন মতবিরোধ নেই। কিন্তু প্রজাতন্ত্রের সরকার

www.WaytoJannah.Com

সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত মোতাবেক মনে করেন যে, সেটি মূল কর্তৃত্ব নয়। এ মতপার্থক্য মূল মাসআলায় নয় বরং প্রজাতন্ত্র সরকারের মৌলিক বিষয়ের ব্যাপারে।

প্রকৃত অবস্থা হলো, সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রী সংসদের একজন সদস্য হবার কারণে একজন পরামর্শক বটে। কিন্তু তার আরো দু'টো মর্যাদা রয়েছে। যে কারণে তাকে শুধু পরামর্শক বলা যায় না। প্রথমত তিনি সরকার পরিচালনায় প্রধান, এ জন্য তিনি আইন-কানুন প্রয়োগে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়ত তিনি সবার পরামর্শকে বাদ দিয়ে নিজের একক সিদ্ধান্ত মোতাবেক কাজ করতে ক্ষমতা রাখেন।

বাস্তব অবস্থা হচ্ছে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় পৃথক পৃথক তিনটি বিষয় রয়েছে। এক. আইন-কানুন তৈরী যা সংসদের উপর ন্যস্ত। দুই. রাষ্ট্র পরিচালনা যা প্রশাসনের হাতে সোপর্দ। তিন. ঝগড়া-বিবাদ মিটানো যা বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত। এখন নেতৃত্বের এ তিনটি বিভাগ-সংসদ, সরকার প্রশাসন এবং বিচার বিভাগ, এতে সরকার বলতে সরকার প্রশাসনকেই বুঝায়। সংসদ এবং বিচার বিভাগ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ অংশতো বটেই কিন্তু সরকারের অংশীদার নয়। সরকার বলতে শুধু প্রশাসনকেই বুঝায় এবং প্রধানমন্ত্রী এই প্রশাসনেরই কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি আইনের আওতায় থেকে পরিপূর্ণভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা রাখেন। তিনি সবকিছুই সংসদে পরামর্শের জন্য পেশ করেন না এবং করতে পারেন না বা পেশ করতে বাধ্যও নন। গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তসমূহ মন্ত্রী পরিষদে অবশ্যই গ্রহণ করবেন, কিন্তু মন্ত্রী সভার মতামত গ্রহণে বাধ্য নন। বরং মন্ত্রীসভার পরামর্শ বা মতামত গ্রহণ বিষয়টিকে গুরুত্বপূর্ণ করে তুলে। এহেন ক্ষমতাধর ব্যক্তিকে শুধুমাত্র পরামর্শক বলা যেতে পারে না।

প্রধানমন্ত্রী সংসদে একজন পরামর্শক বটে। কিন্তু সংসদীয় দলের রীতি অনুযায়ী তার আরেকটি মর্যাদা রয়েছে। যে কারণে তাকে শুধুমাত্র পরামর্শক বলা যায় না। তিনি হচ্ছেন সংসদ নেতা। তিনি সংসদে তার দলের জন্য কোন দিকনির্দেশনা জারী করলে তা সকলে মানতে বাধ্য। তার দলের কেউই তার বিরোধিতা করতে পারে না। এ সব কারণে দেখা যায় যে, সংসদীয় পদ্ধতিতে প্রধানমন্ত্রীর হাতেই সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভুত। আর এ কারণেই তিনি শুধুমাত্র পরামর্শক নন। সংসদীয় পদ্ধতিতে গোটা দুনিয়ায়

www.WaytoJannah.Com

প্রধানমন্ত্রীকেই প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের মূল কর্মকর্তা বা নির্বাহী বলে গণ্য করা হয়।

এ ব্যাখ্যা থেকে এ কথাই প্রতীয়মান হয় যে, হযরত থানবী (রহঃ) মহিলা নেত্রীত্ব জায়েয বলে গণ্য করেন নি। তিনি প্রজাতন্ত্র সরকারে কোন মহিলা নেত্রীত্ব প্রতিষ্ঠাকে প্রকৃতপক্ষে পরামর্শ মনে করেছেন। তাছাড়া এটি ইসলামী সরকার নয়। যার জন্য এখানে শরীয়তের বিধান দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বিষয়টি শরীয়ত বহির্ভুত জিনিস, এজন্য এতে শরীয়তের হুকুম জারীর কোন ব্যাপার ঘটে নি।

মোটকথা, রাষ্ট্রপতি বা মন্ত্রীপরিষদ শাসিত কোন পদ্ধতিতেই নারী নেত্রীত্ব জায়েয নেই। এ জন্যেই হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহঃ) বলেছেন, "আমাদের শরীয়তে নারীকে বাদশাহ, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান বানানো নিষিদ্ধ।

ইতিহাসের কতিপয় উদাহরণ

মহিলা নেত্রীত্ব জায়েয করার জন্য কতিপয় লোক ঐতিহাসিক উদাহরণ পেশ করে যে, অমুক অমুক ঘটনায় অমুক অমুক মহিলা নেতৃত্ব প্রদান করেছেন। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, ইতিহাসে অনেক জায়েয ও নাজায়েয ঘটনাই ঘটেছে। এসব ঘটনা দ্বীনের কোন নির্ভরযোগ্য দলীল-প্রমাণ নয়। দলীল-প্রমাণ হলো কোরআন ও হাদীস। যদি ইতিহাসের পাতায় বিচ্ছিন্ন কোন এক দু'টো ঘটনা দেখা যায় তাহলে এর জন্য কোরআন ও হাদীস ত্যাগ করা যাবে না। তাছাড়াও যে এক দু'টো ঘটনা ঘটেছে, মুসলমানরা সেগুলোকে কোন আমলেই আনেন নি। সেগুলো শেষ হয়ে গেছে। সেসব হুকুমতের পক্ষে এমন কোন ফকীহ বা আলেম পাওয়া যায় নি, যিনি সে সরকারের পক্ষে ফত্ওয়া প্রদান করেছেন।

এ ব্যাপারে কিছুলোক ফাতেমা জিন্নাহর উদাহরণ পেশ করেন। কিন্তু একথা সুস্পষ্ট যে, দেশের কোন প্রখ্যাত আলেম তাঁকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসে একথা বলেন নি যে, মহিলারা দেশের প্রধান হতে পারেন। এ জন্য এ ঘটনাকে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করা স্পষ্ট ভুল ছাড়া আর কিছু নয়।

www.WaytoJannah.Com

উলামায়ে কেরামের ফায়সালা

নারী নেত্রীত্ব নাজায়েয হওয়া এমন একটি মাস্‌আলা যার ভিত্তি হলো কোরআন, হাদীস ও মুসলিম উম্মাহ্‌র ঐকমত্য। উম্মতের কোন একজন ফকীহ বা আলেমও এতে দ্বিমত পোষণ করেন নি।

এ বিষয়ে ১৯৫১ সালে যখন পাকিস্তানের বিভিন্ন চিন্তাধারার সমস্ত উলামাগণের উপস্থিতিতে করাচীতে আইনী মাস্‌আলার উপর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, যাতে দেওবন্দী, বেরলভী, আহলে হাদীস ও অন্যান্য ছোট গ্রুপের সর্বমোট ৩৩ জন শীর্ষস্থানীয় উলামায়ে কেরাম উপস্থিত হয়েছিলেন। সে সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের উলামাগণ কতিপয় প্রসিদ্ধ বিষয়ে ঐকমত্য স্থাপন করেন যা পাকিস্তানে আইন প্রণয়নের জন্য ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাতে ফয়সালাকৃত বিষয়ের মধ্যে ছিল ঃ

'দেশের প্রধানকে মুসলমান পুরুষ হওয়া জরুরী। যার সঠিক ও বিচক্ষণ মতের উপর রাষ্ট্রের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের আস্থা থাকবে।'

এ কথার উপর পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশের চিন্তাধারার সমস্ত উলামাগণ একমত। এ ব্যাপারে অদ্যাবধি কোন মতপার্থক্য সৃষ্টি হয় নি।

কাজেই কোন ইসলামী রাষ্ট্রে মহিলাকে রাষ্ট্র প্রধান করা যাবে না। যদি কোথাও এ ধরনের কিছু ঘটে যায় তাহলে মুসলমানদের জন্য অবশ্য করণীয় হবে যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাকে পরিবর্তন করার জন্য সব ধরনের প্রচেষ্টা চালানো।

বিশ্ববরেণ্য আলেম, সৌদী আরবের মুফতীয়ে আযম, ফত্‌ওয়া বিভাগের প্রধান শেখ আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ বিন বায (রহঃ) বলেন,

تَوْلِيَةُ الْمَرْأَةِ وَاخْتِيَارُهَا لِلرِّيَاسَةِ الْعَامَّةِ لِلْمُسْلِمِيْنَ لَايَجُوْزُ، وَقَدْ دَلَّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالاِجْمَاعُ عَلٰى ذٰلِكَ ـ

"নারীর নেতৃত্ব ও শাসনকর্তৃত্ব কিংবা মুসলমানদের উপর তার সাধারণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা গ্রহণ জায়েয নেই। কোরআন, সুন্নাহ ও ইজমায়ে উম্মত হলো এর প্রমাণ।"

www.WaytoJannah.Com

নারীদের ফিতনা

عَنْ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَدَعُ بَعْدِىْ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ –

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রাঃ) হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, "আমার পরে পুরুষদের জন্য মহিলাদের মত এত মারাত্মক ক্ষতিকর ফিতনা আর রেখে যাই নি।" (বুখারী, মুসলিম, ইবনে মাজা)

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ خَطِيْبًا فَكَانَ فِيْمَا قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ ، فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ ، فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِى النِّسَاءِ – (مسلم)

হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) একদিন খুতবা দিতে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, দুনিয়া হলো মাধুর্যময় সবুজ কানন। নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা এতে তোমাদেরকে প্রতিনিধি নিয়োগ করে দেখবেন তোমরা কি আচরণ কর? সুতরাং তোমরা দুনিয়া থেকে এবং নারীদের থেকে বেঁচে থাকবে। কেননা, বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের মাঝে প্রথম ফিতনা ছিল নারীদের। (মুসলিম)

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে নারীদের ফিতনা ও নারী নেত্রীত্বের মহাবিপদ থেকে বাঁচার তাওফীক দান করুন।

والله سبحانه تعالى هو الموفق -

সমাপ্ত

www.WaytoJannah.Com

Contents

লেখকের অন্যান্য বইঃ

★ মাসায়েলে হজ্জ ও উমরাহ্
★ কিয়ামতের আলামত

হারামাইন প্রকাশনী
মালিবাগ বাজার, ঢাকা।

www.WaytoJannah.Com